মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা জামি'আ রাহমানিয়ার শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. এর

বাণী ও দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগে মানুষ জাগতিক উন্নতি সাধনে, জ্ঞান-গুণে সমৃদ্ধ হতে হর-হামেশা প্রতিযোগিতা করছে। চেষ্টা-সাধনা আর ক্রমাগত গবেষণা দ্বারা জাগতিক শিক্ষাকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে।

পক্ষান্তরে ধর্মীয় বিষয়ে মানুষের অবস্থা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অলসতা আর উদাসিনতার চাদর মুড়ি দিয়ে যেন তারা বিভোর নিদ্রায় নিমগ্ন। সমাজের অনেক মানুষই এমন যে, বিজ্ঞানের বহু বিষয় তাদের আত্মস্থ, প্রযুক্তির অনেক কিছুই তাদের করতলগত অথচ তারা কুরআনের ব্যাপারে রিক্ত হস্ত।

আবার কেউ কেউ চেষ্টা শুরু করলেও অনেক ক্ষেত্রেই সিলেবাস বা পাঠদান পদ্ধতির জটিলতা তাদের চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে এমন একদল তরুণ উলামায়ে কেরামের প্রয়োজন ছিল যারা কুরআনে কারীমের শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করবে, শিক্ষার্থীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা কুরআনে কারীমের শিক্ষাকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে যা ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সব ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য হবে সহজ থেকে সহজতর। বাস্তবায়িত হবে আহকামুল হাকিমের চিরসত্য বাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে করেছি একেবারেই সহজ। সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?"-সূরা ক্বমার : ১৭

আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন হেধন্য মাওলানা ক্বারী রূহুল আমীন সাহেবকে। সে এ দায়িত্ব পালনের জন্য সুদীর্ঘ ১৮ বছর যাবত নিরলস সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম আর সুচিন্তিত গবেষণা চালিয়ে আসছে।

১৯৯৬ ইং সনে সে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় নূরানী মক্তবের ছাত্রদের কুরআন শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়। শিক্ষকতার সূচনা লগ্ন থেকেই ছাত্রদের দুর্বলতা, হোঁচট খাওয়ার স্থান ও ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করতে থাকে। ১৫/২০ বছরের ব্যবধানে লাভ করে তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা। সাথে সাথে ১৩-০৪-২০১০ ইং সালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্য আমি তাকে হরদুঈ (ইন্ডিয়া) নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি।

আজ সেই অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের আলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে, সহজ-সরল উপস্থাপনায় যুগোপযোগী 'নূরানী কা'য়িদা' জাতিকে উপহার দিচ্ছে। যার মধ্যে হারদুঈ এর নূরানী কায়িদা ও নূরানী তালীমুল কুরআন এর বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে কারণে এর ফায়িদা অনেক বেড়ে গেছে।

আমি আশাবাদী তার এই কা'য়িদা মুআল্লিমীন ও ছাত্রসহ ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের কুরআন শিক্ষার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। মূর্খতার অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে কুরআনের আলোকে উদ্ভাসিত করবে। ইনশা-আল্লাহু তা'আলা

আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তার কুরআনে কারীমের এ খেদমতকে সারা পৃথিবীর জন্য কবূল করুন এবং এ উসিলায় আমাদের সকলের মাগফিরাত ও নাজাতের ব্যবস্থা করুন। আমীন।।

(মুফতী মনসূরুল হক)
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা

www.islamijindegi.com

باسمہ تعالیٰ

১ নম্বর সবক তখতী নম্বর ১

এককভাবে আরবী ২৯ (উনত্রিশ) হরফের পরিচয়

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِيْنُ يَافَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

ا	ب	ت	ث
ج	ح	خ	
د	ذ	ر	ز
س	ش	ص	ض
ط	ظ	ع	غ
ف	ق	ك	ل
م	ن	و	ه
ء	ي	ے	

www.islamijindegi.com

امتحان (পরীক্ষা)

خ	ه	ح	ص	ش	س	ث	ط	ت
ب	ن	ع	ك	ظ	ض	ز	ذ	ق
ر ا	د	ل	م	ج	ي	غ	ف	و

বিঃ দ্রঃ ص س ز এই হরফ তিনটি উচ্চারণের সময় চড়ুই পাখির আওয়াজ দিয়ে আদায় করিতে হয়।

ق ط ب ج د ء ك ت এই আট হরফ শক্ত ভাবে আদায় করিতে হয়।

ق خ غ ظ ط ض ص এই সাত হরফ পুর তথা মোটা করিয়া আদায় করিতে হয়।

টীকা : এই ১২টি হরফ ب ت ث ح خ ر ز ط ظ ف ء ي এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। কেননা, এর একেকটি হরফ বানান করে লিখা বা উচ্চারণের সময় দুইটি হরফ এসে যায়। যথা- بَا تَا ثَا حَا خَا رَا زَا طَا ظَا فَا هَا يَا যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ হওয়াতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। পক্ষান্তরে আলিফ এবং হামযাহ্ বানানে মদের হরফ না থাকায় টানিতে হয় না। আর বাকি ১৫টি হরফ ج د ذ س ش ص ض ع غ ق ك ل م ن و বানান করে লিখা বা উচ্চারণের সময় মদের হরফের পরে সাকিনে আছ্লী হয়ে মদ্দে লাযিম হওয়াতে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

www.islamijindegi.com

যেমন- جِيْمْ دَالْ ذَالْ سِيْنْ شِيْنْ صَادْ ضَادْ عَيْنْ غَيْنْ قَافْ كَافْ لَامْ مِيْمْ نُوْنْ وَاوْ

تختی نمبر ২ ২ নম্বর সবক

আরবী ২৯ টি হরফকে লিখিয়া শিক্ষা দেওয়ার সুবিধার্থে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

		ظ	ط	م	ا
	ك	ف	ث	ت	ب
			ج	خ	ح
	ذ	د	و	ز	ر
		ض	ص	ش	س
			ل	ق	ن
			غ	ع	ء
				ي	ه

নীচের ৬ টি হরফের নামের পার্থক্য করিয়া সঠিক উচ্চারণ শিখা জরুরী। ه-গোল হা, ح-মাথা বাকা হা, ك-মধ্যখান পেঁচানো কাফ, ق-দুই নুক্বতাওয়ালা ক্বাফ। ت -তা, ط-ত্ব

www.islamijindegi.com

ط ت ق ك ح ه

تختی نمبر ৩ ৩ নম্বর সবক

মুরাক্কাবের বিবরণ

مركب (মুরাক্কাব) শব্দের অর্থ মিলাইয়া লিখা (যুক্ত করা)।

মুরাক্কাব : ডাইনের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলাইয়া লিখাকে বলে। আরবী হরফগুলি মিলিত অবস্থায় তাহার ডান মাথা দেখিয়া চিনিতে হয়। ب

بـا–بـا–بـ

উল্লেখিত ছড়াটি ছাত্রদের মুখস্থ করাইতে হইবে।

আলিফের সঙ্গে ১১ সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়, বাকী ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না। (ছাত্রদের সহজে বুঝিবার জন্য এক দাঁত নাম রাখা হইয়াছে)

এক দাত দিয়া পাচ হরফ : ـا

- ❖ এক দাঁতের নীচে এক নুক্বতা দিলে ..... ـبـ
- ❖ এক দাঁতের উপর এক নুক্বতা দিলে ..... ـتـ
- ❖ এক দাঁতের নীচে দুই নুক্বতা দিলে ..... ـيـ
- ❖ এক দাঁতের উপর দুই নুক্বতা দিলে ..... ـثـ
- ❖ এক দাঁতের উপর তিন নুক্বতা দিলে ..... ـثـ

হার মাথা দিয়া তিন হরফ : حـا ح

- ❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে ..... خـا
- ❖ নীচে এক নুক্বতা দিলে ..... جـا
- ❖ নুক্বতা মুছিয়া ফেলিলে ..... حـا

তিন দাত দিয়া দুই হরফ : سـا س

www.islamijindegi.com

❖ তিন দাঁতের উপর তিন নুক্বতা দিলে ..... شـا

❖ নুক্বতা মুছিয়া ফেলিলে ..... سـا

ص *এর মাথা দিয়া দুই হরফ :* صـا

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে ..... ضـا

❖ নুক্বতা মুছিয়া ফেলিলে ..... صـا

ط *দিয়া দুই হরফ :* طـا

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে ..... ظـا

❖ নুক্বতা মুছিয়া ফেলিলে ..... طـا

ع *এর মাথা দিয়া দুই হরফ :* عـا

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে ..... غـا

❖ নুক্বতা মুছিয়া ফেলিলে ..... عـا

ف *গোল মাথা দিয়া দুই হরফ :* فـا

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে ..... فـا

❖ উপরে দুই নুক্বতা দিলে ..... قـا

❖ ك দিয়া এক হরফ : ..... كـا

❖ ل দিয়া এক হরফ : ..... لا

❖ م দিয়া এক হরফ : ..... مـا

www.islamijindegi.com

❖ ৪ গোল "হা" দিয়া এক হরফ : ..... هَا

বাকী ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না। যেমন ঃ

دا ذا را زا وا ءا اا

ا *(আলিফ) এর সঙ্গে ১১ সূরত*

بَا	حَا	سَا	صَا	طَا
عَا	فَا	كَا	لَا	مَا	هَا

উপরে উল্লেখিত এগার সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয় (যুক্ত হয়)

بَا	نَا	يَا	تَا	ثَا	حَا
خَا	جَا	سَا	شَا	صَا	ضَا
طَا	ظَا	عَا	غَا	فَا	قَا
كَا	لَا	مَا	هَا		

www.islamijindegi.com

বাকী সাত হরফ মুরাকাব হয় না।

دا ذا را زا وا ءا اا

و *এর সঙ্গে ১০ সূরতে বাইশ হরফ মুরাক্কাব হয় :*

আলিফের সঙ্গে যেই নিয়মে মরাক্কব হইয়াছে (و)এর সঙ্গে ঠিক সেই নিয়মেই হইবে। যেমন ঃ

بـو *এক দাত দিয়া পাচ হরফ :*

- ❖ এক দাঁতের নীচে এক নুক্বতা দিলে ..... بـو
- ❖ এক দাঁতের উপর এক নুক্বতা দিলে ..... نـو

ইত্যাদি ইত্যাদি নিম্নে ছক আকারে দেখানো হইল :

و এর সঙ্গে ১০ সূরত

بـو	حو	سو	صو	طو
عو	فو	لو	مو	هو

উপরে উলেস্নখিত দশ সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয় (যুক্ত হয়)

بو	نو	يو	تو	ثو	حو
خو	جو	سو	شو	صو	ضو

قو	فو	غو	عو	ظو	طو
		هو	مو	لو	كو

লামের মাথা দিয়া দুই হরফ, লামের মাথায় কোনা কোনি টান দিলে "কাফ", টান মুছিয়া ফেলিলে "লাম"।

বাকী সাত হরফ মুরাক্কাব হয় না

او	ءو	وو	زو	رو	ذو	دو

ى য়্যা এর সঙ্গে و এর মত ১০ সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়।

ى য়্যা এর দশ সূরত

طى	صى	سى	حى	بى
هى	مى	لى	فى	عى

উপরে উলেস্নখিত দশ সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়

حي	ثي	تي	يي	ني	بي
ضى	صى	شى	سى	جى	خى

قی	فی	غی	عی	ظی	طی
		هی	می	لی	کی

বাকী সাত হরফ মুরাক্কাব হয় না

ای	ءی	وی	زی	ری	ذی	دی

টীকা : উল্লেখ থাকে যে, এই ৭ হরফের সহিত অন্য হরফ মুরাক্কাব (যুক্ত) হইতে পারে। যেমন ঃ

نا	بو	مز	فر	کذ	مد

৬ হাম্‌যাহ কোন অবস্থায় মুরাক্কাব হয় না।

৪ নম্বর সবক تختی نمبر ٤

নক্‌শার সাহায্যে মুরাক্কাব

১ নং নকশাঃ بسصط

(এক দাত, গোল মাথা, তিন দাত, ছদের মাথা, ত্বা।)
উক্ত নক্‌শার মাধ্যমে তের হরফ মুরাক্কাব হয়।

بنيتثفقسشصضطظ

২ নং নকশাঃ بحلهم

উল্টা দাঁত, হার মাথা, আইনের মাথা, লামের মাথা, গোল হা, মীম। উক্ত নক্‌শার মাধ্যমে ৯ হরফ মুরাক্কাব হয়।

www.islamijindegi.com

بحخجعغلكهم

উক্ত নকশা দুটির মাধ্যমে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়।

بنيتثفقسشصضطظحخجعغلكهم

বাকী সাত হরফ মুরাক্কাব হয় না : د ذ ر ز و ء ا

ه (হা) লেখার বিভিন্ন অবস্থা– هههه به

ع (আইন) লেখার বিভিন্ন অবস্থা- عـعع

م (মীম) লেখার বিভিন্ন অবস্থা- مـمـم م

❖ *আরো কিছু মুরাক্কাব* ❖

بلث	بكت	تكث	تحت	
يهب	بها	يهم	صع	تغد
فقل	أ	ؤ	ئ	يتن
نبل	تنل	بيل	يتل	ثثل

www.islamijindegi.com

جد	خذ	جر	خز	بخت
تحث	يجب	ثثن	بهم	نس
تين	مقتسمين		نبل	يس

تختی نمبر ٥ ৫ নম্বর সবক

ـَـ উপরেরটার নাম যবর (زبر)– اَ

ـِـ নীচেরটার নাম যের (زیر)– اِ

ـُـ উপরে এক মাথা গোলটার নাম পেশ (پیش) – اُ

বাচ্চাদেরকে উপরের ছড়াটি মুখস্ত করাইয়া দিতে হইবে। এবং আঙ্গুলের মাথা দিয়া ধরাইয়া বাচ্চদেরকে যবর, যের, পেশ ভালভাবে শিখাইতে হইবে।

حرکت اَاِاُ (হরকত) এক যবর, এক যের, এক পেশকে বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। সামান্যও টান হয় না।

(জযমের পরিচয়) (جزم) اْ উপরে মাথা বাঁকাটার নাম জযম।

ءاَاِاُاْ আলিফে যবর, যের, পেশ, জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ্ বলে।

ـَـ যবরের উচ্চারণ বাংলা (া) এর ন্যায়, সামান্যও বাকা হইবে না।

ـِـ যেরের উচ্চারণের সময় আওয়াজ নীচের দিকে যায়, যেরের উচ্চারণ মা'রুফ তথা বাংলা (ি) এর ন্যায় পড়িতে হয়। মাজহুল তথা বাংলা (ে) এর ন্যায় পড়া ভুল।

www.islamijindegi.com

ـُـ পেশের উচ্চারণ মা'রুফ বাংলা (ু) এর ন্যায় পড়িতে হয়। মাজহুল তথা (ো) এর ন্যায় পড়া ভুল।

মাখরাজ (مخرج)

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি.....
❖ একটি করিয়া মাখরাজ মুখস্থ করিয়া, হরফ গুলিকে যবর, যের, পেশ দিয়া উচ্চরণ পাকা করিতে হইবে।

১ *নম্বর মাখরাজ* : হলকের শুরু হইতে ---------- ১ ৯

মাখরাজ মুখস্ত হইয়া গেলে প্রথমে একটি একটি হরফে যবর যের পেশ দিয়া ছাত্রদেরকে খুব ভালভাবে বুঝাইয়া মুখস্ত করাইতে হইবে, পরে জোড়া জোড়া হরফগুলি পড়াইতে হইবে। সামনের মাখরাজগুলো মুখস্ত করাইয়া উক্ত নিয়ম অনুযায়ী পড়াইতে হইবে।

عَ عِ	عَ عُ	عَ عَ	عُ	عِ	عَ
عُ عِ	عُ عَ	عُ عُ	عِ عُ	عِ عَ	عِ عِ
هَهِ	هَهُ	هَهَ	هُ	هِ	هَ
هُهِ	هُهَ	هُهُ	هِهُ	هِهَ	هِهِ

২ *নম্বর মাখরাজ* : হলক্বের মধ্যখান হইতে -------- ٢٤

www.islamijindegi.com

عَعِ	عَعُ	عَعَ	عُ	عِ	عَ
عُعِ	عُعَ	عُعُ	عِعُ	عِعَ	عِعِ
حَحِ	حَحُ	حَحَ	حُ	حِ	حَ
حُحِ	حُحَ	حُحُ	حِحُ	حِحَ	حِحِ

৩ *নম্বর মাখরাজ* : হলক্বের শেষ হইতে --------خ غ

غَغِ	غَغُ	غَغَ	غُ	غِ	غَ
غُغِ	غُغَ	غُغُ	غِغُ	غِغَ	غِغِ
خَخِ	خَخُ	خَخَ	خُ	خِ	خَ
خُخِ	خُخَ	خُخُ	خِخُ	خِخَ	خِخِ

৪ *নম্বর মাখরাজ* : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া... ق

www.islamijindegi.com

قَ	قِ	قُ	قَقَ	قَقُ	قَقِ
قِقَ	قِقُ	قُقَ	قُقُ	قُقِ	

৫ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া ----ك

كَ	كِ	كُ	كَكَ	كَكُ	كَكِ
كِكَ	كِكُ	كُكَ	كُكُ	كُكِ	

৬ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - ج ش ي

جَ	جِ	جُ	جَجَ	جَجُ	جَجِ
جِجَ	جِجُ	جُجَ	جُجُ	جُجِ	
شَ	شِ	شُ	شَشَ	شَشُ	شَشِ
شِشَ	شِشُ	شُشَ	شُشُ	شُشِ	

www.islamijindegi.com

يَ	يُ	يَ	ىُ	يِ	ىَ
يِ	يَ	يُ	يِ	يَ	يِ

৭ *নম্বর মাখরাজ* : জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ীর দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া ------ ض

ضَ	ضِ	ضُ	ضَضَ	ضَضُ	ضَضِ
ضِضَ	ضِضُ	ضِضِ	ضُضَ	ضُضُ	ضُضِ

৮ *নম্বর মাখরাজ* : জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ীর সঙ্গে লাগাইয়া --------ل

لَ	لِ	لُ	لَلَ	لَلُ	لَلِ
لِلِ	لِلَ	لِلُ	لُلُ	لُلَ	لُلِ

৯ *নম্বর মাখরাজ* : জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া ---------- ن

www.islamijindegi.com

نَنِ	نَنُ	نَنَ	نُ	نِ	نَ
نُنِ	نُنَ	نُنُ	نِنُ	نِنَ	نِنِ

১০ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া ---------- ر

رَرِ	رَرُ	رَرَ	رُ	رِ	رَ
رُرِ	رُرَ	رُرُ	رِرُ	رِرَ	رِرِ

১১ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া ط د ت

طَطِ	طَطُ	طَطَ	طُ	طِ	طَ
طُطِ	طُطَ	طُطُ	طِطُ	طِطَ	طِطِ

دَ	دِ	دُ	دَدَ	دَدُ	دَدِ
دِدِ	دِدَ	دِدُ	دُدُ	دُدَ	دُدِ
تَ	تِ	تُ	تَتَ	تَتُ	تَتِ
تِتِ	تِتَ	تِتُ	تُتُ	تُتَ	تُتِ

১২ *নম্বর মাখরাজ:*জিহ্বার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া ص س ز (এই হরফ তিনটি উচ্চারণের সময় চড়ুই পাখির আওয়াজের মত আওয়াজ হইবে।)

صَ	صِ	صُ	صَصَ	صَصُ	صَصِ
صِصِ	صِصَ	صِصُ	صُصُ	صُصَ	صُصِ
سَ	سِ	سُ	سَسَ	سَسُ	سَسِ
سِسِ	سِسَ	سِسُ	سُسُ	سُسَ	سُسِ

www.islamijindegi.com

زَزِ	زَزُ	زَزَ	زُ	زِ	زَ
زُزِ	زُزَ	زُزُ	زِزُ	زِزَ	زِزِ

১৩ নম্বর *মাখরাজ* : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয় - ظ ذ ث

ظَظِ	ظَظُ	ظَظَ	ظُ	ظِ	ظَ
ظُظِ	ظُظَ	ظُظُ	ظِظُ	ظِظَ	ظِظِ
ذَذِ	ذَذُ	ذَذَ	ذُ	ذِ	ذَ
ذُذِ	ذُذَ	ذُذُ	ذِذُ	ذِذَ	ذِذِ
ثَثِ	ثَثُ	ثَثَ	ثُ	ثِ	ثَ

www.islamijindegi.com

ثِ	ثَ	ثُ	ثِ	ثَ	ثُ

১৪ নম্বর মাখরাজ : নীচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া -- ف

فَ	فِ	فُ	فَفَ	فَفُ	فَفِ
فِفَ	فِفُ	فِفِ	فُفَ	فُفُ	فُفِ

১৫ নম্বর মাখরাজ : দুই ঠোঁট হইতে و ب م উচ্চারিত হয়। و দুই ঠোঁট গোল করিয়া মধ্যখানে সামান্য ফাঁক রাখিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। ب দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হইতে এবং م দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে উচ্চারিত হয়।

وَ	وِ	وُ	وَوَ	وَوُ	وَوِ
وِوَ	وِوُ	وِوِ	وُوَ	وُوُ	وُوِ
بَ	بِ	بُ	بَبَ	بَبُ	بَبِ
بِبَ	بِبُ	بِبِ	بُبَ	بُبُ	بُبِ

مَـمِ	مَـمُ	مَـمَ	مُ	مِ	مَ
مُـمِ	مُـمَ	مُـمُ	مِـمُ	مِـمَ	مِـمِ

১৬ নম্বর মাখরাজ : মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়, যেমন: بَا بُوْ بِيْ

১৭ নম্বর মাখরাজ : নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়, যেমন: اِنَّ اَنَّ عَمَّ

নিম্নে প্রদত্ত দশ জোড়া হরফ কে হরকত
(যবর, যের, পেশ) দ্বারা উচ্চারণের তমীয (পার্থক্য) করিতে হইবে।

جَ زَ	حَ هَ	دَ ضَ	ذَ ظَ	سَ ثَ
صَ سَ	طَ تَ	عَ عَ	قَ كَ	عَ يَ
جِ زِ	حِ هِ	دِ ضِ	ذِ ظِ	سِ ثِ
صِ سِ	طِ تِ	عِ عِ	قِ كِ	عِ يِ
جُ زُ	حُ هُ	دُ ضُ	ذُ ظُ	سُ ثُ
صُ سُ	طُ تُ	عُ عُ	قُ كُ	عُ يُ

www.islamijindegi.com

এক নজরে ১৭ মাখরাজ

১ নম্বর মাখরাজ : হলকের শুরূন্ন হইতে ---------- ء ه

২ নম্বর মাখরাজ : হলক্বের মধ্যখান হইতে ---------- ع ح

৩ নম্বর মাখরাজ : হলক্বের শেষ হইতে ---------- غ خ

৪ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া---------- ق

৫ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া -- ك

৬ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - ج ش ى

৭ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ার দাতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া ---- ض

৮ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাতের মাড়ীর সঙ্গে লাগাইয়া ------ ل

৯ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া ---------- ن

১০ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া ---------- ر

১১ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া ------ ط د ت

১২ নম্বর মাখরাজ:জিহ্বার আগা সামনের নীচের দুই দাতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া------- ص س ز

১৩ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া--------- ظ ذ ث

১৪ নম্বর মাখরাজ : নীচের ঠোটের পেট সামনের উপরের দুই দাতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া ---------- ف

১৫ নম্বর মাখরাজ : দুই ঠোট হইতে و ب م উচ্চারিত হয়।

১৬ নম্বর মাখরাজ : মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়, যেমন: بَا بُوْ بِيْ

www.islamijindegi.com

১৭ নম্বর মাখরাজ : নাকের বাশি হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়, যেমন: اِنَّ اَنَّ عَمَّ

৬ নম্বর সবক تختی نمبر ٦

মাখরাজের তারতীবে ২৮ হরফের যবরের (زبر) উচ্চারণ

ـَـ যবরের উচ্চারণ বাংলা (া) এর ন্যায়, সামান্যও বাকা হবে না।

ءَ	هَ	عَ	حَ	غَ	خَ	قَ
كَ	جَ	شَ	یَ	ضَ	لَ	نَ
رَ	طَ	دَ	تَ	صَ	سَ	زَ
ظَ	ذَ	ثَ	فَ	وَ	بَ	مَ

যবরের মশ্‌ক্ব (مشق) :

دَرَسَ	وَدَعَ	عَبَدَ	كَسَبَ
دَخَلَ	بَلَغَ	وَجَدَ	سَجَدَ

বানান করিবার নিয়ম:- د যবর دَ ر যবর رَ= دَرَسَ যবর س سَ অথবা নূরানী পদ্ধতিতে বানান : হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় دَ হরকতের

www.islamijindegi.com

উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় رَ - دَرَ হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় سَ-دَرَسَ

মাখরাজের তারতীবে ২৮ হরফের যেরের (زير) উচ্চারণ

___ যেরের উচ্চারণের সময় আওয়াজ নীচের দিকে যায়, যেরের উচ্চারণ মা'রুফ তথা বাংলা (ি) এর ন্যায় পড়িতে হয়। মাজহুল তথা বাংলা (ে) এর ন্যায় পড়া ভুল।

قِ	خِ	غِ	حِ	عِ	هِ	ءِ
نِ	لِ	ضِ	يِ	شِ	جِ	كِ
زِ	سِ	صِ	تِ	دِ	طِ	رِ
مِ	بِ	وِ	فِ	ثِ	ذِ	ظِ

যের যবরের মশ্‌ক্ব (مشق)

شَهِدَ	حَمِدَ	رَدِفَ	اِبِلِ
لَعِبَ	رَحِمَ	سَخِرَ	بَخِلَ
خَطِفَ	بَرِقَ	عَمِلَ	شَرِبَ

www.islamijindegi.com

جَزِعَ	سَقِمَ	غَشِيَ	نَسِيَ

মাখরাজের তারতীবে ২৮ হরফের পেশের (پیش)উচ্চারণ

ـُ পেশের উচ্চাণের সময় উভয় ঠোঁট মিলার কাছাকাছি হইবে এবং দুই ঠোঁটের মধ্যখানে খালী থাকিবে।

পেশের উচ্চারণ মা'রুফ বাংলা (ু) এর ন্যায় পড়িতে হয়। মাজহুল তথা (ো) এর ন্যায় পড়া ভুল।

قُ	خُ	غُ	حُ	عُ	هُ	ءُ
نُ	لُ	ضُ	يُ	شُ	جُ	كُ
زُ	سُ	صُ	تُ	دُ	طُ	رُ
مُ	بُ	وُ	فُ	ثُ	ذُ	ظُ

যবর যের ও পেশের মশ্ক্ব(مشق)

قُتِلَ	فُقِدَ	سُدُسُ	رُسُلُ
هُدِيَ	عُلِمَ	كَرُمَ	نُكِسَ

www.islamijindegi.com

صُحُفُ	وُسِعَ	قُدِرَ	نُصِرَ

৭ নম্বর সবক تختی نمبر ۷ حروف مدہ

মদ্দের বিবরণ :

হরকতের উচ্চারণ টানিয়া পড়াকে মদ বলে। মদের হরফ তিনটি :

- যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ بَا
- পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াউ (وْ) মদের হরফ بُوْ
- যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা য়্যা (يْ) মদের হরফ بِيْ
- মদের হরফ হইলে (বামে হামযা বা জযম না থাকিলে) তাহার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে মদ্দে ত্বাবা'ঈ (ও আসলী) বলে। যেমন : بَا–بُوْ–بِيْ

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (بَا)মদের হরফের উদাহরণ

خَا	حَا	ثَا	تَا	يَا	نَا	بَا
ظَا	طَا	ضَا	صَا	شَا	سَا	جَا
مَا	لَا	كَا	قَا	فَا	غَا	عَا
ءَا	وَا	زَا	رَا	ذَا	دَا	هَا

www.islamijindegi.com

মশ্‌ক্ব (مشق)

زَادَ	خَافَ	تَابَ	جَاهَدَ	حَاسَبَ	جُنَاحُ
شَارَبَ	فَرَاغَ	خَادَعَ	قَاتَلَ	صَابَرَ	تَعَالَ

পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (بُوْ) মদের হরফের উদাহরণ

بُوْ	نُوْ	يُوْ	تُوْ	ثُوْ	حُوْ	خُوْ
جُوْ	سُوْ	شُوْ	صُوْ	ضُوْ	طُوْ	ظُوْ
عُوْ	غُوْ	فُوْ	قُوْ	كُوْ	لُوْ	مُوْ

هُوْ	دُوْ	ذُوْ	رُوْ	زُوْ	وُوْ	عُوْ	اُوْ

মশ্‌ক্ব (مشق)

نُوْحُ	طُوْرُ	تُوْبُوْ	نُوْرُ

www.islamijindegi.com

قَالُوْا	رُوْحُ	تَقُوْمُ	تَكُوْنُ
هَارُوْنُ	قَارُوْنُ	دَاخِرُوْنَ	سَبَقُوْنَا
	بَاسِطُوْنَ	رَاجِعُوْنَ	

যেরের বামপাশে জযমওয়ালা য়্যা (بِىْ) মদের হরফের উহাদরণ

بِىْ	نِىْ	يِىْ	تِىْ	ثِىْ	حِىْ	خِىْ
جِىْ	سِىْ	شِىْ	صِىْ	ضِىْ	طِىْ	ظِىْ
عِىْ	غِىْ	فِىْ	قِىْ	كِىْ	لِىْ	مِىْ

هِىْ	دِىْ	ذِىْ	رِىْ	زِىْ	وِىْ	ءِىْ	اِىْ

মশ্‌ক্ব(مشق)

دِيْنِىْ	فِيْهِ	اَرِنِىْ	كِتَابِىْ

www.islamijindegi.com

اُجِيْبُ	يُوَارِىْ	مَفَاتِيْحُ	رَازِقِيْنَ
عِبَادِىْ	عَذَابِىْ	تَمَاثِيْلُ	مَقَادِيْرُ
اَخِيْهِ	بَنِيْهِ	يُوْحِىْ	

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ এর বিবরণ :

كھڑا زبر ــَ كھڑی زير ــِ الٹا پيش ــُ

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হইলে (বামে হামযা বা জযম না থাকিলে) এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, ইহাকেও মদ্দে ত্বা'ঈ বলে।

যেমন : ـَا ـِا ـُا --

খাড়া যবরের উদাহরণ

খাড়া যবরের মদ, যবরের বাম পাশে খালি আলিফের মত। যথা : بَا = بَا

دَا	خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	اَا
طَا	ضَا	صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا
مَا	لَا	كَا	قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا

www.islamijindegi.com

		ےٰ	یٰ	ءٰ	ہٰ	وٰ	نٰ

মশক্ব(مشق)

اٰدَمَ	اٰمَنَ	مٰلِكِ	اَبَوٰهُ
سَمٰوٰتُ	غٰوِيْنَ	يٰصٰلِحُ	اِلٰهُنَا
هٰذَا	كِتٰبُ	رِسٰلٰتِ	ذٰلِكَ

খাড়া যেরের উদাহরণ

খাড়া যেরের মদ, যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা য়্যার (ىٖ) মত। যথা : بِىٖ = ب

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د
ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط
ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م

www.islamijindegi.com

		ےٖ	يٖ	ءٖ	هٖ	وٖ	نٖ

মশ্‌ক্ব(مشق)

رُسُلِه	عِبَادِه	بِه	الٰفِ
بِكَلِمٰتِه	هٰذِه	وَقِيْلِه	نُوْرِه
فِيْه	بِيَمِيْنِه	بِكِتَابِه	بِاٰيٰتِه

উল্টা পেশের উদাহরণ

উল্টা পেশের মদ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াউ (بُوْ) এর মত।

যথা : بٗ=بُوْ – تٗ=تُوْ

دٗ	خٗ	حٗ	جٗ	ثٗ	تٗ	بٗ	اٗ
طٗ	ضٗ	صٗ	شٗ	سٗ	زٗ	رٗ	ذٗ

www.islamijindegi.com

مْ	لْ	كْ	قْ	فْ	غْ	عْ	ظْ
		ےٗ	يْ	ءْ	هْ	وْ	نْ

মশ্‌ক্ব (مشق)

اٰيَاتُه	رَسُوْلُه	دَاوٗدَ	لَه
مَوَازِيْنُه	وَرِثَه	تِلَاوَتُه	جُنُوْدُه
قَرِيْنُه	غَاوٗنَ	مَاوٰرِىَ	جَعَلَه

حروف لين تختী নম্বর ৮ **৮ নম্বর সবক** *লীনের হরফ*

লীনের হরফ ২ টি : ১. যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াউ (بَوْ) লীনের হরফ। ২. যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা য়্যা (بَىْ) লীনের হরফ। লীনের হরফ হইলে, তাহার ডান দিকের হরকত কে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। (লীনের হরফ নরম ভাবে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।) উচ্চারণ এভাবে : হামযাহ্ ওয়াউ যবর (اَوْ) = আউ। আও পড়া ভুল। হামযাহ্ য়্যা যবর (اَىْ) = আই। আয় পড়া ভুল।

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াউ (بَوْ) লীনের হরফের উদাহরণ

www.islamijindegi.com

بَوْ	نَوْ	يَوْ	تَوْ	ثَوْ	حَوْ	خَوْ
جَوْ	سَوْ	شَوْ	صَوْ	ضَوْ	طَوْ	ظَوْ
عَوْ	غَوْ	فَوْ	قَوْ	كَوْ	لَوْ	مَوْ
هَوْ	دَوْ	ذَوْ	رَوْ	زَوْ	وَوْ	ءَوْ	اَوْ

মশ্‌ক্ব (مشق)

اَوْفِ	حَوْلَ	صَوْمُ	سَوْفَ
كَوْثَرَ	شَرَوْهُ	يٰقَوْمِ	مَوْءٗدَةُ

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা য়্যা (بَىْ) লীনের হরফের উদাহরণ

بَىْ	نَىْ	يَىْ	تَىْ	ثَىْ	حَىْ	خَىْ
جَىْ	سَىْ	شَىْ	صَىْ	ضَىْ	طَىْ	ظَىْ

www.islamijindegi.com

عَىْ	غَىْ	فَىْ	قَىْ	كَىْ	لَىْ	مَىْ
هَىْ	دَىْ	ذَىْ	رَىْ	زَىْ	وَىْ	ءَىْ	اَىْ

مশ্‌ক্ব (مشق)

اَيْنَ	صَيْفُ	اَبَوَيْهِ	يٰلَيْتَنِىْ
اَوْحَيْتَ	عَيْنَيْنِ	لَا رَيْبَ	غَيْرِىْ

مশ্‌ক্ব (مشق)

بَيْنَ يَدَيْهِ	يُنَادَوْنَ	هَيْهَاتَ
اَوْجَسَ	سُلَيْمٰنُ	فَتَعَالَيْنَ

মদ্দে লীন

লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্বফ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লীন বলে। যেমন : -

خَوْفٍ ○ بَيْتِ ○ قُرَيْشٍ ○ صَيْفِ ○

বি. দ্র. এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুইপেশে ওয়াক্বফ হইলে সাকিন করিয়া পড়িতে হয়।

تختی نمبر ৭ **৯ নম্বর সবক**

www.islamijindegi.com

পিছনের প্রত্যেক সবকের মশ্‌ক্ব:
হরকত, মদের হরফ ও মদ্দে ত্বাঈ, লীনের হরফ ও মদ্দে লীনের মশ্‌ক্ব এবং সেগুলোর ইজরা করাইতে হইবে।

بَ بُ بَا . بِ ب بِيْ بَيْ . بُ ب بُوْ بَوْ

جُ ج جُوْ جَوْ . جِ ج جِيْ جَيْ .

خَلَقَ . اِذَاوَقَبَ . وَاِذَا قُرِئَ . وَكَوَاعِبَ .

فِيْ جِيْدِهَا . يَقُوْلُ . فَعَقَرُوْهَا . لَايَمُوْتُ فِيْهَا .

مَاٰرِبُ . يَوْمَ يَرَوْنَهَا . وَصَاحِبَتِه . ذٰلِكَ .

فَقَالَ . حَافِظِيْنَ . وَاُوْتِيَ كِتٰبَه . كَيْفَ فَعَلَ .

وَلِيَ دِيْنِ . اَوْحٰى لَهَا . بِمَا يُوْعُوْنَ .

১০ নম্বর সবক তখতী নম্বর ১০ نون ساكن و تنوين

নূন সাকিন এবং তানবীনের পরিচয় :

নূনে সাকিন জযম ওয়ালা নূন (نْ) কে বলে।

তানবীন : দুই যবর ـً দুই যের ـٍ দুই পেশ ـٌ কে বলে।

দুই যবর ওয়ালা হরফের শেষে আলিফ লেখা থাকে, এই আলিফ পড়িতে হয় না, বানানও হয় না।

দুই যবরের উদাহরণ:

www.islamijindegi.com

اً بًا تًا ثًا جًا حًا خًا دًا ذًا رًا زًا

سًا شًا صًا ضًا طًا ظًا عًا غًا فًا

قًا كًا لًا مًا نًا وًا هًا يًا

দুই যেরের উদাহরণঃ

اِ بِ تِ ثِ جِ حِ خِ دِ ذِ رِ

زِ سِ شِ صِ ضِ طِ ظِ عِ

غِ فِ قِ كِ لِ مِ نِ وِ هِ يِ

দুই পেশের উদাহরণঃ

اُ بُ تُ ثُ جُ حُ خُ دُ ذُ رُ

زُ سُ شُ صُ ضُ طُ ظُ عُ

عٌ	فٌ	قٌ	كٌ	لٌ	مٌ	نٌ	وٌ	هٌ	ىٌ	

নূন সাকিনের উদাহরণ

(نْ) নূন সাকিন এবং তানবীনের উচ্চারণ একই রকম।

تَنْ = تَـًا	تِنْ = تٍ	تُنْ = تٌ
ثَنْ = ثَـًا	ثِنْ = ثٍ	ثُنْ = ثٌ

মশ্‌ক্ব (مشق)

عَادًا	سَوْءٍ	قَرِيْبٌ	فَمَنْ
عَظِيْمٌ	كُنْ	مَرَضٌ	رَسُوْلٌ
شَيْئًا	غِشَاوَةٌ	غَاسِقٍ	هُدًى

১১ নম্বর সবক তখতী নম্বর ১১ جزم

জযম বা সাকিনের পরিচয়। ـْـ উপরে মাথা বাকাটার নাম জযম। জযমওয়ালা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়। তাশদীদ বা জযমের ডাইনে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না। (হামযার উপর জযম হইলে ধাক্কা দিয়া পড়িতে হয়।)

মশ্‌ক্ব (مشق)

www.islamijindegi.com

اَتْ	اَكْ	بَـرْ	حَـمْ	كَ اسْ
اَعْ	اَشْ	رَكْ	مَغْ	وَارْ
تَ الْ	رَحْ	تَـغْ	نَـشْ	نَـكْ
نَـخْ	فَـاغْ	نَتْ	نَـحْ	نَـرْ
اَلْ	طَ الْ	عَـمْ	عَـلْ	رَامْ
رِكْ	بِـالْ	بِـسْ	نِ الْ	اِهْ
نُـؤْ	تَـضْ	عُ الْ	هُمْ	مُسْ
ظُلْ	رُكْ	كَ الْ	رُمْ	غُـلْ
وَحْ	مَاْ	نَـصْ	رَءْ	كُـنْ

১২ নম্বর সবক تختی نمبر ۱۲ قلقله

ক্বলক্বলার পরিচয়: ক্বলক্বলার হরফ পাঁচটি ق ط ب ج د যার সমষ্টি **قطب جد** এই পাঁচ হরফে জযম হইলে ক্বলক্বলা করিয়া পড়িতে হয়। (মাখরাজে ধাক্কা লাগিয়া পৃথক হইয়া যাওয়াকে ক্বলক্বলা বলে।

www.islamijindegi.com

মশ্‌ক্ব (مشق)

اَقْ	اَطْ	اَبْ	اَجْ	اَدْ
جَقْ	جِقْ	جُقْ	قَطْ	قِطْ
قُطْ	جَبْ	جِبْ	جُبْ	بَجْ
بِجْ	بُجْ	سَدْ	سِدْ	سُدْ
فَلَقْ	اَطْعَمَ	عَبْدُهٗ	اَجْرًا	قَدْرِ
اُقْسِمُ	اَبْوَابًا	تَجْرِىْ	اَدْرٰكَ	وَلَقَدْ

ক্বলক্বলার হরফের উপর ওয়াক্বফ করিলে ক্বলক্বলা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

اَحَدٌ ۝	صَمَدٌ ۝	لَهَبٍ ۝
مَسَدٍ ۝	بُرُوْجٌ ۝	مُحِيْطٌ ۝

د ج ب ط ق এই পাঁচ হরফ ছাড়া অন্য হরফে ক্বলক্বলা হয় না। যেমন:

اَتْ	اَكْ	بَرْ	اَمْ	اَسْ	حَمْ

تختی نمبر ۱۳ ***১৩ নম্বর সবক***

হরকত, মদ্দে ত্বাঈ, জযম ও ক্বলক্বলার মশ্‌ক্ব ও ইমতিহান।

www.islamijindegi.com

تَجْرِىْ	تَقْوٰى	يُغْنِىْ	نُشِرَتْ
رُفِعَتْ	يَفْعَلُ	لَيْسَ	حُشِرَتْ
يَعْلَمُ	سُطِحَتْ	يُوَسْوِسُ	يُسْقَوْنَ
وَاَلْقَتْ	اَفَلَا يَعْلَمُ	اِقْرَأْ	تَاْتُوْنَ
اِذَا بُعْثِرَ	هَلْ اَتٰكَ	يَاْتِيْكَ	يَاْمُرُوْنَ

فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝ اَلَمْ نَشْرَحْ

لَكَ صَدْرَكَ ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا

وَتَقْوٰى هَا ۝ اَنِ اقْذِفِيْهِ - بِمُزَحْزِحِه

تختی نمبر ١٤ تشدید ১৪ নম্বর-সবক তাশদীদ ّ

ّ উপরে তিন দাঁতওয়ালা চিহ্নটির নাম তাশদীদ।(ইহা বাচ্চাদের

www.islamijindegi.com

ভালোভাবে বুঝইয়া দিতে হইবে। তাশদীদওয়ালা হরফ দুইবার পড়া যায়, প্রথমবার তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে জযমের মত, দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে। যেমন:

اَتْ تَ= اَتَّ. اَتْ تِ = اَتِّ. رَبْ بَ = رَبَّ

اَبَّ	اِبَّ	اُبَّ	اَبِّ	اِبِّ	اُبِّ
اَتَّ	اِتَّ	اُتَّ	اَتِّ	اِتِّ	اُتِّ
اَجَّ	اِجَّ	اُجَّ	اَجِّ	اِجِّ	اُجُّ
جَبَّ	جِبَّ	جُبَّ	جَبِّ	جِبِّ	جُبِّ
فَعَّ	فَعَّا	كُوِّ	تَوَّا	سُجِّ	عَدَّ
حُضُّ	حَيَّ	عَلَيَّ	اِيَّاكَ	مِلَّةَ	حَقَّ

سُيِّرَتْ	سُعِّرَتْ	عُطِّلَتْ	اُقِّتَتْ

ওয়াজিব গুন্নাহ: হরকতের বামে নূনে বা মীমে তাশদীদ হইলে গুন্নাহ করিয়া

www.islamijindegi.com

পড়িতে হয়, ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। (আওয়াজকে নাকের ভিতর নিয়া সামান্য দেরী করিয়া পড়াকে গুন্নাহ বলা হয়, গুন্নাহর পরিমাণ এক আলিফ।) যেমন:

اَنَّ	حَمَّ	نَنَّ	ثُمَّ	اِنِّيْ	اِنَّكَ

তাশদীদের পর জযমের উদাহরণ:

تَبَّتْ	خَفَّتْ	مُدَّتْ	حُقَّتْ	قَدَّمْتُ
تَخَلَّتْ	بِالصَّبْرِ	لِحُبِّ الْخَيْرِ		وَالصُّبْحِ
وَالشَّفْعِ	وَالصَّيْفِ			وَالشَّمْسِ

তাশদীদের পর তাশদীদের উদাহরণ:

عِلِّيُّوْنَ	يَزَّكّٰى	يَذَّكَّرُ	مُزَّمِّلُ
مُدَّثِّرُ	عِلِّيِّيْنَ	لُجِّيٍّ	دُرِّيٍّ
يَصَّعَّدُ	كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ		

www.islamijindegi.com

১৫ নম্বর সবক تختی نمبر ১৫

اللّٰه শব্দ দুই প্রকারে পড়া যায়।

১। اللّٰه শব্দের ل এর ডাইনে যবর বা পেশ থাকিলে আল্লাহ শব্দের লামকে পুর (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

اِنَّ اللّٰهَ	قَالَ اللّٰهُ	حُدُوْدُ اللّٰهِ
يُرِيْدُ اللّٰهُ	خَلْقُ اللّٰهِ	سَمِعَ اللّٰهُ

২। اللّٰه শব্দের ل এর ডাইনে যের থাকিলে, আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

بَلِ اللّٰهُ	دِيْنِ اللّٰهِ	اَمْرِ اللّٰهِ

পরীক্ষা:

سُبْحَانَ اللّٰهِ	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ	وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ	وَلَا حَوْلَ	وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(اللّٰه)আল্লাহ শব্দের(ل) ছাড়া অন্য সকল লাম সর্ব অবস্থায় বারিক হয়।

১৬ নম্বর সবক تختی نمبر ১৬

মদ্দের প্রকারসমূহ ঃ

মদ মোট দশ প্রকার: এক আলিফ মদ তিন প্রকার: ১. মদ্দে ত্বাঈ (مدطبعی) ২. মদ্দে বদল(مدبدل) ৩. মদ্দে লীন(مدلين)।

মদ্দে ত্বাঈ: যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (بَا) মদের হরফ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াউ (بُوْ) মদের হরফ, যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা য়্যা (بِيْ) মদের হরফ। মদের হরফ হইলে (এবং তাহার বামে হামযা বা জযম না থাকিলে) তাহার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে ত্বাঈ বলে। যেমন:

www.islamijindegi.com

بَا. بُوْ. بِيْ. نُوْحِيْهَا

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হইলে (বামে হামযা বা জজম না থাকিলে) এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেও মদ্দে ত্বাঈ বলে। যেমন: ٰ ٖ ٗ

মদ্দে বদল: হামযার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া যেই মদ পড়া যায়, তাহাকে মদ্দে বদল বলে। (অর্থাৎ মদের হরফের ডাইনে হামযা থাকিলে)

যেমন: اٰءٖ. اٰمَنَ. اُوْمِنَ. اِيْمَانًا

মদ্দে লীন: লীনের হরফ ২টি। যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা اَوْ যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা اَيْ লীনের হরফ। লীনের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতকে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন : بَوْبَيْ

লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্বফ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লীন বলে। যেমন:

خَوْفٍ ○	بَيْتِ ○	قُرَيْشٍ ○	صَيْفِ ○	نَوْمِ ○

দুই যবরে ওয়াক্বফ হইলে পড়ার নিয়ম:

দুই যবর তানবীনে ওয়াক্বফ হইলে এক যবর বাদ দিয়া এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। (ইহাকে মদ্দে এওয়াজ বলে।) গোলতার উপর ওয়াক্বফ হইলে সর্বাবস্থায় ة হয়ে সাকিন হয়ে যায়। সামান্যও টান হবে না

উদাহরণ:

اَفْوَاجًا ○	سَرَابًا ○	بَرْدًا ○
اَبْوَابًا ○	سَمِيْعًا ○	كَرِيْمًا ○

www.islamijindegi.com

نِسَآءً ০	مُسَمًّى ০	لَاغِيَةً ০=لَاغِيَهْ ০

তিন আলিফ মদ দুইপ্রকার: ১. মদ্দে আরজী (مدعارض) ২. মদ্দে মুনফাসিল (مدمنفصل)।

১. মদ্দে আরজী: মদের হরফের বামের হরফে ওয়াক্বফ হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে আরজী বলে। যেমন:

مَلِكِ النَّاسِ ০	وَلِيَ دِيْنِ ০	تَعْلَمُوْنَ ০

*২.মদ্দে মুনফাসিল:*মদের হরফের উপরে চিকন চিহ্ন বামে (অন্য শব্দের শুরুতে) হামযা হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে মুনফাসিল বলে। যেমন:

فِيْهَآ اَبَدًا.	فِيْٓ اَمْرِنَا
اَلَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ	وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا

চার আলিফ মদ পাচ প্রকার:

১. মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফফাফ (مد لازم حرفی مخفف)
২. মদ্দে লাযেম হরফী মুছাক্কাল (مد لازم حرفی مثقل)
৩. মদ্দে লাযেম কালমী মুখাফফাফ (مد لازم کلمی مخفف)
৪. মদ্দে লাযেম কালমী মুছাক্কাল (مد لازم کلمی مثقل)
৫. মদ্দে মুত্তাছিল। (مد متصل)

মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফফাফ : হরফের উপরে মোটা চিহ্ন ( ) বামে তাশদীদ না থাকিলে, হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফফাফ বলে। যেমন :

www.islamijindegi.com

الٓرٰ	يٰسٓ	صٓ	قٓ	نٓ
حٰمٓ ۝ عٓسٓقٓ	كٓهٰيٰعٓصٓ	طٰسٓ	حٰمٓ	

মদ্দে লাযেম হরফী মুছাক্কাল : হরফের উপরে মোটা চিহ্ন ( ) বামে তাশদীদ থাকিলে হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযেম হরফী মুছাক্কাল বলে। যেমন :

الٓمّٓ	الٓمّٓصٓ	الٓمّٓرٰ	طٰسٓمّٓ

মদ্দে লাজেম কালমী মুখাফফাফ: কালিমায় মদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন বামে জযম থাকিলে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাজেম কালমী মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন: آلْئٰنَ

মদ্দে লাজেম কালমী মুছাক্কাল: কালিমায় মদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকিলে, চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে মদ্দে লাজেম কালমী মুছাক্কাল বলে। যেমন:

دَآبَّةٍ	حَآجَّهُ	ضَآلِّيْنَ
اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ	حَآقَّةُ	لَرَآدُّكَ

মদ্দে মুত্তাছিল: মদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন ( ) বামে একই শব্দে হামযা থাকিলে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে মুত্তাছিল বলে। যেমন:

www.islamijindegi.com

جَآءَ	شَآءَ	مَآءً
سُوْٓءٍ	اُولٰٓئِكَ	جِيْٓءَ

امتحان:

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ o

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى o فَاِذَا جَآءَتِ

الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى o فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ o

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ o

اَنَابَ—اَنَابُوْا—اَنَامِلَ—اَنَاسِيَّ এই চার জায়গা ব্যতীত (اَنَا) আনার আলিফ পড়িতে হয় না।

www.islamijindegi.com

যেমন- وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ

অর্থাৎ (اَ نَابَ–اَ نَابُوْا–اَ نَامِلَ–اَ نَاسِيَّ) কুরআনে কারীমে শুধু এই চার শব্দে (اَنَا) এর আলিফে মদ হবে।

تختی نمبر ۱۷ نون ساکن و تنوین ১৭ নম্বর সবক

নূনে সাকিন ও তানবীনের বিবরণ:

- নূনে সাকিন জযম ওয়ালা (نْ) নূনকে বলে।
- তানবীন: দুই যবর ـً দুই যের ـٍ দুই পেশ ـٌ কে বলে। যেমন: ـًـٍـٌ

নূনে সাকিন এবং তানবীন চার প্রকারে পড়া যায়। ***১.ইক্বলাব ২. ইদগাম ৩. ইজহার ৪. ইখফা।***

ইক্বলাব: (اقلاب) অর্থ বদল করিয়া পড়া। ইক্বলাবের হরফ একটি ب নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইক্বলাবের হরফ ب আসিলে নূনে সাকিন এবং তানবীনকে মীম দ্বারা বদল করিয়া গুন্নাহ্‌র সহিত পড়াকে ইক্বলাব বলে। যেমন:

مَنْۢ بَخِلَ. لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ.

مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ. كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ.

www.islamijindegi.com

مِنْۢ بَعْدِ. مُطَهَّرَةٍۢ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ.

بِذَنْۢبِهِمْ. خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ.

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ. عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ. رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰى.

১৮ নম্বর সবক *১৮ নম্বর সবক* تختی نمبر١٨ ادغام

ইদগাম (ادغام) অর্থ মিলাইয়া পড়া। ইদগামের হরফ ছয়টি। যথা: ي ر م ل و ن (يرملون) ইদগাম দুই প্রকার। ইদগামে বা-গুন্নাহ, ইদগামে বেলা-গুন্নাহ।

ইদগামে বা-গুন্নাহ : ইদগামে বা-গুন্নাহর হরফ চারটি ي م ون নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে, ইদগামে বা-গুন্নাহর চার হরফের যে কোন হরফ আসিলে বা-গুন্নাহর হরফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহর সহিত মিলাইয়া পড়াকে ইদগামে বা-গুন্নাহ বলে। যেমন:

اَنْ يُّؤْتٰى. مَنْ يَّعْمَلْ. مِنْ يَّوْمٍ. مَنْ يَّقُوْلُ.

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ. اَنْ يَّشَآءَ. اِلٰهًا وَّاحِدًا.

رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ. اِنْ وَّهَبَتْ. مِنْ وَّرَآئِهِمْ.

www.islamijindegi.com

جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ.

ইদগামে বেলা-গুন্নাহ: ইদগামে বেলা গুন্নাহর হরফ দুইটি ر ل নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামের বেলা-গুন্নাহর দুই হরফের যে কোনো হরফ আসিলে, বেলা -গুন্নাহর হরফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহ ছাড়া মিলাইয়া পড়াকে ইদগামে বেলা-গুন্নাহ বলে। যেমন:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ- مِنْ رَّبِّكَ- رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ- مِنْ لَّدُنْهُ- كُلٌّ لَّه

يَكُنْ لَّه- مِنْ لَّبَنٍ- رِزْقًا لَّكُمْ- اُفٍّ لَّكُمْ

১৯ নম্বর সবক ইযহার তখতী নম্বর ১৭

ইজহার (اظهار) : ইজহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া পড়া, ইজহারের হরফ ছয়টি যথা:- ء ه ع ح غ خ নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইজহারের ছয় হরফের যে কোনো হরফ আসিলে নূনে সাকিন এবং তানবীনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়াকে ইজহার বলে। যেমন:-

طَيْرًا اَبَابِيْلَ- مِنْهُ خِطَابًا- يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا

نَارٌ حَامِيَةٌ- مِنْ غَيْرِهٖ- لِمَنْ خَشِيَ

مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ- كُفُوًا اَحَدٌ- فَمَنْ عُفِيَ

www.islamijindegi.com

مِنْ اَخِيْهِ- مَنْ اَذِنَ- كِتَابٌ حَكِيْمٌ

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ - اَىُّ شَيْئٍ اَكْبَرُ

يَنْهَوْنَ عَنْهُ - وَضَلَّ عَنْهُمْ - اِنْ هٰذَا

وَانْحَرْ-قَرْضًا حَسَنًا-مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ - لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ - اَجْرٌ غَيْرُ

২০ নম্বর সবক তখতী নম্বর ২০ اخفاء

ইখফা (اخفاء) অর্থ লুকাইয়া পড়া, ইখফার হরফ পনেরটি।

যথা: ت ث ج د ذ ز- س ش ص ض ط ظ- ف ق ك

নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে, ইখফার পনের হরফের যে কোনো (একটি) হরফ আসিলে, নূনে সাকিন এবং তানবীনকে নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নাহর সাহিত পড়াকে ইখফা বলে। (ইখফার উচ্চারণ বাংলা (ং) এর মত) যেমন:

فَلَنْ تَجِدَ- فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ-

مَنْ دَخَلَه- وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ- نَارًا ذَاتَ

www.islamijindegi.com

مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ- قُتِلَ الْاِنْسَانُ

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَه- عَنْ صَلَاتِهِمْ

عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ - مَنْ طَغٰى- يَنْظُرُوْنَ

يَوْمَ يُنْفَخُ- فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

*বি.দ্র.*একই শব্দে নূন সাকিনের বামে, ইদগামে বা-গুন্নাহর হরফ আসিলে ইদগাম হইবে না। ইহাকে ইজহারে মুতলাক বলে। যেমন: صِنْوَانٌ. قِنْوَانٌ. بُنْيَانٌ. دُنْيَا এই চার জায়গায় ইদগামের কায়দা জারী হয় না।

تختی نمبر ۲۱ میم ساکن **২১ নম্বর সবক**

মীম সাকিনের বিবরণ: (مْ)

মীম সাকিন জযমওয়ালা মীমকে বলে। মীম সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায়।

১. اخفاء *(ইখফা)* ২. ادغام *(ইদগাম)* ৩. اظهار *(ইজহার)।*

১. *ইখফা:* মীম সাকিনের বামে ب আসিলে, মীম সাকিনকে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে মীম সাকিনের ইখফা বলে। (ইখফায়ে শাফাবী ও বলে) যেমন:

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ- كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ

قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ-يَاْتِيْكُمْ بِمَا-عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

২. *ইদগাম:* মীম সাকিনের বামে মীম আসিলে, দ্বিতীয় মীমে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহর সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয়, ইহাকে মীম সাকিনের ইদগাম বলে। (ইদগামে

শাফাবী বলে) যেমন:

اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ- عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ

عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا- لَهُمْ مَّا يَشَآءُ

وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ○

৩. *ইজহার:* মীম সাকিনের বামে ب م ব্যতীত বাকী ২৬ হরফের যে কোনো হরফ আসিলে, মীম সাকিনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে মীম সাকিনের ইজহার বলে। (ইজহারে শাফাবী বলে) যেমন:

اَلَمْ تَرَ- لَمْ يَلِدْ- وَلَمْ يُوْلَدْ- وَبِحَمْدِهٖ

মীম সাকিনের বামে و অথবা ف আসিলে মীম সাকিনকে অবশ্যই গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে ইজহারে খাছ বলে। যেমন:

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○ هُمْ فِيْهَا- عَلَيْهِمْ وَهُمْ

২২ নম্বর সবক تختی نمبر ٢٢

ر - *হরফ পড়ার নিয়ম :*

ر পড়ার দুই হালত : ***পুর ও বারীক*** (বাচ্চাদেরকে ছড়া আকারে এভাবে পড়াবেন।)

ر কে পাঁচ কারণে পুর করিয়া (মোটা করিয়া) পড়িতে হয়

১. ر র উপর যবর বা পেশ থাকিলে ر কে পুর করিয়া পড়িতে হয়।
যেমন: رَسُوْلٌ. رُبَمَا

২. ر সাকিনের ডাইনে যবর বা পেশ থাকিলে ر কে পুর করিয়া পড়িতে হয়। যেমন: اَرْسَلَ. اُرْسِلَ

৩. ر এ মাওকূফা সাকিন, তাহার ডাইনে يْ সাকিন ব্যতীত যে কোনো হরফ সাকিন, তাহার ডাইনে যবর বা পেশ থাকিলে ر কে পুর করিয়া পড়িতে হয়। যেমন: ○ شَهْرٌ ○ فَجْرٌ ○ خُسْرٍ

www.islamijindegi.com

৪. ر সাকিনের ডাইনে নকল যের থাকিলে (অস্থায়ী যের) ر কে পুর করিয়া পড়িতে হয়। যেমন: اِرْجِعُوْا (ر সাকিনের ডানের শব্দের শেষে যের থাকিলেও ر কে পুর করিয়া পড়িতে হয়) যেমন:

اِنِ ارْتَبْتُمْ. مَنِ ارْتَضٰى. اَمِ ارْتَابُوْا. رَبِّ ارْجِعُوْنِ

৫. ر সাকিনের বামে একই শব্দে মোটা হরফ থাকিলে (হরূফে মুস্তালিয়ার সাত হরফের যে কোনো হরফ থাকিলে) ر কে পুর করিয়া পড়িতে হয়। যেমন: قِرْطَاسٍ. مِرْصَادًا. । মোটা হরফ সাতটি ص ض ط ظ غ خ ق (ر সাকিনের বামে, অন্য শব্দের শুরুতে মোটা হরফ থাকিলে, ر কে বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : فَاصْبِرْ صَبْرًا - اَنْذِرْ قَوْمَكَ)

ر কে চার কারণে বারীক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

১. ر এর নিচে যের থাকিলে ر কে বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যেমন: رِجَالٌ. رِحْلَةَ.

২. ر সাকিনের ডাইনে আসলী যের থাকিলে, বামে মোটা হরফ না থাকিলে ر কে বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:. فِرْعَوْنَ. مِرْفَقَةُ

৩. ر এ মওকূফা সাকিন, তাহার ডাইনে সাকিন,তাহার ডাইনে যের থাকিলে ر কে বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যেমন: حِجْرُ ۝ سِحْرُ ۝ ذِكْرُ ۝ (কিন্তু مِصْرَ - عَيْنَ الْقِطْرِ শব্দ কায়দার বহির্ভূত। এই দুই শব্দে হালতে ওয়াকফ এ ক্বারীগণ পুর - বারীক দুইভাবেই পড়িয়াছেন। তবে ر এর হরকত অনুযায়ী পড়া উত্তম।) مِصْرَ ر পুর ও قِطْرِ ر বারিক পড়া উত্তম।

৪. ر এ মাওকূফা সাকিন, তার ডাইনে ى সাকিন থাকিলে ر কে বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যেমন: خَيْرٌ ۝ بَصِيْرٌ ۝ خَبِيْرٌ ۝

رّ এ মুশাদ্দাদ, তাশদীদ ওয়ালা رّ কে বলে। رّ মুশাদ্দাদে যে হরকত থাকিবে তাহার হুকুম হইবে। (رَّ-এ যবর বা رُّ পেশ থাকিলে পুর رِّ-এ যের থাকিলে বারীক হইবে)

ر পুরের মশক:

قُرْاٰنٌ	اَرْسَلْنَا	رُسُلُ	لِيُرَوْا	مَرَضٌ

www.islamijindegi.com

يَغْرُرْكَ	فَفِرُّوْا	مَرَّةً	فَمُسْتَقَرٌّ	بِرَّ
بِرُّ	فِرْقَةٌ	قِرْطَاسٍ	مِرْصَادًا. اِرْصَادًا.	

اِرْجِعُوْا. رَبِّ ارْجِعُوْنِ. اِنِ ارْتَبْتُمْ.
مَنِ ارْتَضٰى. اَمِ ارْتَابُوْا.

র বারীকের মশক:

اُمِرْتُ	مُنْهَمِرْ	وَاصْبِرْ	مِنْ شَرٍّ	ذُرِّيَّةً
بَرِّ	بِرِّ	دُرِّيٌّ	مُسْتَمِرٌّ	تُحَرِّمُ

فَاصْبِرْ صَبْرًا- اَنْذِرْ قَوْمَكَ

www.islamijindegi.com

وقف تختی نمبر ২৩ ২৩ নম্বর সবক

ওয়াক্বফের বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় কোথায় কিভাবে থামিতে হইবে এবং কোথায় থামা যাইবে না, তা বুঝিবার জন্য কুরআন শরীফে বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন দেওয়া আছে। নিম্নে নকশায় ব্যাখ্যা সহ সেগুলোর তালিকা দেওয়া হইলো।

☛ ০ : ইহা আয়াত পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন। এখানে থামা উচিৎ।

☛ م : ইহা ওয়াক্‌ফে লাজিমের চিহ্ন। এখানে থামা জরুরী।

☛ ط : ইহা ওয়াকফে মুত্বলাক্ব বা স্বাভাবিক থামিবার চিহ্ন। এখানে থামা ভালো।

☛ ج : এই চিহ্নে থামা উত্তম, তবে না থামিলেও ক্ষতি নেই।

☛ ز : এখানে থামার অনুমতি আছে।

☛ ص : এখানে থামিবে না, বরং মিলাইয়া পড়িবে। তবে দম শেষ হইয়া গেলে থামা যায়।

☛ صلى : এখানে মিলাইয়া পড়া উত্তম।

☛ ق : এখানে থামা উচিৎ নয়।

☛ صل : এখানে মিলানো উত্তম।

☛ قف : ইহা থামার আদেশ সূচক শব্দ না। قد يوقف এর সংক্ষেপ। অতএব এখানে থামিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু ইচ্ছাকৃত থামা অনুত্তম।

☛ س/سكتة : এ দুটি সাক্‌তার চিহ্ন, এই দুই স্থানে নিঃশ্বাস জারী রাখিয়া স্বর অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিয়া উক্ত শ্বাসের সাহায্যেই পরবর্তী শব্দ বা অক্ষর পড়ার নাম হইল সাক্‌তা।

☛ وقفه : ইহা লম্বা সাক্‌তার আলামত। এখানে সাক্‌তার ন্যায় নিঃশ্বাস বন্ধ না করিয়া সাক্‌তার চেয়ে কিছুক্ষণ বেশী সময় আওয়াজ বন্ধ রাখিবে।

☛ لا : এই চিহ্নটি কখনো ১নং গোল চিহ্ন (০) এর উপর হয়। তখন ওয়াক্‌ফ জায়েয, তবে মিলানো উত্তম। কিন্তু যেখানে ইহা গোল চিহ্ন ছাড়া শুধু لا হয়, সেখানে কিছুতেই থামা যাইবে না। নতুবা আয়াতের অর্থ বিকৃত হইয়া যাইবে। যদি এই চিহ্নে শ্বাস শেষ হইয়া যায় তখন পেছন হইতে মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

☛ ك : ইহা পূর্বের চিহ্নের মত চিহ্ন বুঝানোর জন্যে। অতএব পূর্বের চিহ্ন অনুযায়ী এখানেও থামিবে অথবা থামিবে না।

www.islamijindegi.com

☛ ۵: কুফাবাসী উলামায়ে কিরামের মত অনুযায়ী ইহা পূর্ণ আয়াতের চিহ্ন। ইহার হুকুম গোল চিহ্নের ন্যায়।

☛ ∴ : এই চিহ্নকে معانقة "মু'আনাক্বা" বলে। পর পর দুই জায়গায় এইরূপ চিহ্ন থাকিলে যে কোন একটিতে থামিবে, অপরটিতে থামিবে না।

☛ : যেখানে এক সাথে একাধিক চিহ্ন থাকে সেখানে উপরের চিহ্ন অনুযায়ী আমল করা উত্তম।

☛ : আয়াতের মাঝখানে দম শেষ হইয়া গেলে ওয়াক্বফের নিয়মানুযায়ী থামিয়া পেছন হইতে মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

☛ : وقف النبي صلى الله عليه وسلم : এইরূপ চিহ্ন থাকিলে ওয়াক্বফ করা মুসতাহাব।

☛ : وقف غفران : এইরূপ চিহ্ন থাকিলে ওয়াক্বফ করা উত্তম।

☛ : وقف كفران : এইরূপ চিহ্ন থাকিলে ওয়াক্বফ না করা উত্তম।

تختی نمبر ٢٤ ২৪ নম্বর সবক

পূর্ণ কায়িদার ইজরা

পূর্ণ কায়িদার তাজবীদের ইজরা বিশেষভাবে

আলামতে ওয়াক্বফ এর ইজরা

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

www.islamijindegi.com

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ۝

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۚ۝ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛ

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۝

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۖ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ

وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ۝

سَلٰمٌ قف هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۧ۝

لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ۝ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا-

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق

وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ - غَيْرَ مُضَآرٍّ ۝

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ق وَلَقَدْ

جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ....

www.islamijindegi.com

وَلَمْ يَجْعَلْ لَّه عِوَجًا سكتة ○ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ (سورة الكهف)

مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتة هٰذَا (سورة يس)

وَقِيْلَ مَنْ سكتة رَاقٍ ○ (سورة القيمة)

كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ (سورة المطففين)

وَلْيَتَمَتَّعُوْا وقفه فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ-

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ . هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ ○ الَّذِىْ

২৫ নম্বর সবক তখতী নম্বর ২০ رسم الخط

রসমে খত এর বিবরণ
লেখার পদ্ধতি হইতে পড়ার পার্থক্য

কুরআন শরীফে অনেক জায়গায় ا – و – ى শব্দের মাঝে লিখিতে আসে কিন্তু পড়িতে হয় না। ইহার উপর বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হইল। প্রতি ঘরে উপরে বড় অক্ষরে কুরআন শরীফের মূল শব্দ নীচে পড়ার নিয়ম অনুসারে ছোট অক্ষরে ঐ শব্দ লিখিয়া দেওয়া হইল। তাহার নীচে পারা ও রুকু নম্বর দেওয়া হইল।

اَفَاِئِنْ مَّاتَ	لَااِلَى اللّٰهِ	اَنْ تَبُوْءَا
اَفَئِنْ مَّاتَ	لَاِلَّى اللّٰهِ	اَنْ تَبُوْءَ

www.islamijindegi.com

پ ۴ ع ۶ پ ۱۷ ع ۳	پ ۴ ع ۸	پ ۶ ع ۹
مِنْ نَّبَائِ مِنْ نَّبَئِ پ ۷ ع ۱۰	وَمَلَائِه وَمَلَئِه پ ۹ ع ۳ আরও ৫ জায়গায়	وَلَا اَوْضَعُوْا وَلَاَوْضَعُوْا پ ۱۰ ع ۱۳
اِنَّ ثَمُوْدَا اِنَّ ثَمُوْدَ پ ۱۲ ع ۶ আরও ২ জায়গায়	لِتَتْلُوَا لِتَتْلُوَ پ ۱۳ ع ۱۰	لَنْ نَّدْعُوَا لَنْ نَّدْعُوَ پ ۱۵ ع ۱۴
لِشَایْءٍ لِشَیْءٍ پ ۱۵ ع ۱۱	لٰكِنَّا لٰكِنَّ پ ۱۵ ع ۱۷	لَااَذْبَحَنَّه لَاَذْبَحَنَّه پ ۱۹ ع ۱۷
لِيَرْبُوَافِيْ لِيَرْبُوَفِيْ پ ۲۱ ع ۷	لَااِلَى الْجَحِيْمِ لَاِلَى الْجَحِيْمِ پ ۲۳ ع ۶	لِيَبْلُوَا لِيَبْلُوَ پ ۲۶ ع ۵
وَنَبْلُوَا وَنَبْلُوَ پ ۲۶ ع ۸	بِئْسَ الِاسْمُ بِئْسَ لِسْمُ پ ۲۶ ع ۱۴	لَااَنْتُمْ اَشَدُّ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ پ ۲۸ ع ۵
سَلَاسِلَا سَلَاسِلَ	قَوَارِيْرَا قَوَارِيْرَ	مَلَائِهِمْ مَلَئِهِمْ

www.islamijindegi.com

পারা ২৯ রুকু ১৯	পারা ২৯ রুকু ১৯	পারা ১১ রুকু ১৪

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَآ اَنَ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ পারা ৩০ সূরা কাফিরূন	مُوْسٰى مُوْسَا পারা ৩০ আরও কয়েক জায়গায়	عِيْسٰى عِيْسَا পারা ৩ রুকু ১৪ আরও কয়েক জায়গায়

زَكٰوةَ زَكَاةَ পারা ৩০ আরও কয়েক জায়গায়	صَلٰوةَ صَلَاةَ পারা ১ রুকু ১ আরও কয়েক জায়গায়	وَالْحَيٰوةَ وَالْحَيَاةَ পারা ২৯ রুকু ১ আরও কয়েক জায়গায়	كَمِشْكٰوةٍ كَمِشْكَاةٍ পারা ১৮ রুকু ১১

ইসলামের কালিমাসমূহ

(১) *কালিমায়ে ত্বায়্যিবাহ ঃ* لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত, আর কোন মা'বূদ নাই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল।

(২) *কালিমায়ে শাহাদাত ঃ*

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

(৩) *ঈমানে মুজমাল ঃ*

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ.

অর্থ: আমি ঈমান আনিলাম সর্ববিদ নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহ্ তা'আলার উপর এবং তাঁহার সমস্ত হুকুম মানিয়া নিলাম।

(৪) *ঈমানে মুফাস্সাল ঃ*

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ: আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ্ তা'আলার উপর এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণের

www.islamijindegi.com

উপর এবং তাঁহার কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁহার রাসূলগণের উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ভালো মন্দ তাকদীরের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

(৫) কালিমায়ে তামজীদ ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বমহান। সু-মহান আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত গুনাহ্ হইতে বাঁচিবার ও নেক কাজ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

(৬) কালিমায়ে তাওহীদ ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই, যিঁনি একক, যাঁহার কোন শরীক নাই, তাঁহারই জন্য সকল রাজত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা, এবং তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।

নামাযের দু'আসমূহ

নামাযের দু'আসমূহের মধ্যে ক্বায়িদার তাজবীদের ইজ্‌রা করাইবে এবং পূর্ণ দু'আসমূহ শুদ্ধরূপে হিফজ করিয়া নিবে।

তাকবীরে তাহরীমাহ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

রুকুর তাস্‌বীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

রুকু হতে উঠিবার দু'আ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ – رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

www.islamijindegi.com

সিজ্‌দার তাস্‌বীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

তাশাহ্‌হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه.

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

দু'আ মাছ্‌রা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ, اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا

www.islamijindegi.com

رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ০

সালাম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

জানাযার দু'আসমূহ

জানাযার প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়িবে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَآءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

জানাযার নামাযে ২য় তাকবীরের পর দুরূদে ইবরাহীম পড়িবে।
জানাযার ৩য় তাকবীরের পর বালেগ পুরুষ/মহিলার জানাযায় এই দু'আ পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَه مِنَّا فَاَحْيِه عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّه عَلَى الْاِيْمَانِ.

নাবালিগ ছেলে হলে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

নাবালিগ মেয়ে হলে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

অতঃপর চতুর্থ তাকবীরের পর উভয় দিকে সালাম ফিরাইতে হইবে।

ক্ববরে লাশ রাখার দু'আ– بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

মাসায়িলে জানাযাহ

জানাযার ফরয ৩টি

১. নিয়্যাত করা।
২. চার তাকবীর বলা।
৩. দাঁড়াইয়া জানাযা পড়া।

www.islamijindegi.com

জানাযার সুন্নত ৪টি

১. ইমাম মায়্যিতের সিনা বরাবর দাঁড়ানো।
২. প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া।
৩. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়া।
৪. তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ পড়া।

বিঃ দ্রঃ- মায়্যিতের সিনা বরাবর দাঁড়াইয়া নিয়ত (আমি এই মায়্যিতের জানাযার নামায আদায় করিতেছি) করিয়া প্রথম তাকবীরে হাত উঠাইয়া হাত বাধিবে। বাকী ৩ তাকবীরে হাত উঠাইতে হইবে না।

সুন্নাত তরীক্বায় আযান

চার তাকবীর দুইশ্বাসে, প্রত্যেক তাকবীরের শেষে জযম দিয়া, ل এর মদকে এক আলিফ এর উর্ধ্বে না টানিয়া, টানের আওয়াজ উঁচু নিচু না করিয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ

পূর্ণ কালিমা একশ্বাসে, টানিবার আওয়াজ উঁচু নিচু না করিয়া।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

পূর্ণ কালিমা একশ্বাসে, টানিবার আওয়াজ উঁচু-নীচু না করিয়া।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ

পূর্ণ কালিমা একশ্বাসে, টানিবার আওয়াজ উঁচু-নিচু না করিয়া।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

দুই জুমলা দুইশ্বাসে, টানিবার আওয়াজ উঁচু-নিচু না করিয়া।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
এক কালিমা একশ্বাসে	দুই তাকবীর একশ্বাসে

www.islamijindegi.com

اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পরে

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ	اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

সুন্নাত তরীক্বায় ইক্বামাত

চার তাকবীর একশ্বাসে প্রত্যেক তাকবীরের শেষে জযম দিয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

দুই কালিমা একশ্বাসে প্রত্যেক কালিমার শেষে জযম দিয়া।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

দুই কালিমা একশ্বাসে প্রত্যেক কালিমার শেষে জযম দিয়া।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ

দুই জুমলা একশ্বাসে প্রত্যেক জুমলার শেষে জযম দিয়া।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

দুই জুমলা একশ্বাসে, প্রত্যেক জুমলার শেষে জযম দিয়া।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

দুই জুমলা একশ্বাসে প্রত্যেক জুমলার শেষে জযম দিয়া।

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ	قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

দুই তাকবীর ও এক কালিমা ৩টাই একশ্বাসে। প্রত্যেকটির শেষে জযম দিয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আযান ও ইকামতের জবাব

www.islamijindegi.com

اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ	এর জওয়াব	اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	এর জওয়াব	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	এর জওয়াব	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	এর জওয়াব	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	এর জওয়াব	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ	এর জওয়াব	اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	এর জওয়াব	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ	এর জওয়াব	صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ	এর জওয়াব	اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

দুরূদ শরীফ পড়ার পর আযানের দু'আ পড়া।

আযানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ- اٰتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ- وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّه- اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

নূরানী হাদীস শরীফ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন:

পবিত্র কুরআন বিষয়ে

(١). خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه.

(১). অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা

www.islamijindegi.com

করেন এবং শিক্ষা দেন। (বুখারী হাদীস নং ৫০২৭)

(٢) اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّه يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِه

(২). অর্থ: তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কেননা এই কুরআন কিয়ামতের দিন তাহার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। (মুসলিম হাদিস নং-২৫২)

(٣) لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ

(৩). অর্থ: যে কুরআনের ইলম পেয়েও (অন্যদের তুলনায়) নিজেকে তুচ্ছ মনে করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী হাদিস নং- ৭৫২৭)

(٤). اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُه.

(৪). অর্থ: আহলে কুরআনগণই মহান আল্লাহর আহাল (পরিবার ভূক্ত) এবং খাস ব্যক্তি। (ইবনে মাজা হাদীস নং ২১৫)

ইলমে দ্বীন বিষয়ে

(٥). طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

(৫). অর্থ: ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।
(ইবনে মাজাহ হাদীস নং- ২২৫)

(٦). مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِه خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

(৬). অর্থ: আল্লাহ তা'আলা যাহার কল্যাণ চান তাহাকে ফাকাহাত (অন্তর্নিহিত জ্ঞান) দান করেন। (সহীহ বুখারী হাদিস নং- ৭১)

(٧). بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً

(৭). অর্থ: আমার পক্ষ হইতে একটি বাক্য হইলেও পৌঁছাইয়া দাও।
(সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৩৪৬১)

(٨). فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ

(৮). অর্থ: আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর। (সুনানে তিরমিযী হাদিস নং- ২৬৮৫)

ঈমান ও ইখলাস বিষয়ে

(٩). اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

(৯). অর্থ: আমলের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভর করে। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ১)

(١٠). اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ.

(১০). অর্থ: তোমার ঈমানকে খাঁটি কর। অল্প অমলই তোমার নাজাতের

জন্য যথেষ্ট হইবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম : ৪/৩০৬ হাদীস নং- ৭৮৪৪)

(١١). اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ .

(১১). অর্থ: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৯)

পবিত্রতা বিষয়ে

(١٢). اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ .

(১২). অর্থ: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-২২৩)

(١٣). اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ .

(১৩). অর্থ: মিসওয়াক মুখের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যম। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ১৯৩৩)

মসজিদ ও আযান বিষয়ে

(١٤). مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

(১৪). অর্থ: যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে একটি ঘর তৈরী করিবেন। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৪৫০)

(١٥). اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ .

(১৫). অর্থ: মুয়াজ্জিনগণ ক্বিয়ামতের দিন উঁচু মর্তবার অধিকারী হইবেন।
(সহীহ মুসলিম হাদীস নং- ৩৮৭)

নামাজ বিষয়ে

(١٦). مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ .

(১৬). অর্থ: নামাজ বেহেস্তের চাবি। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৪)

(١٧). اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

(১৭). অর্থ: ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব হইবে।
(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৬৯৫১)

(١٨). خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

(১৮). অর্থ: যেই সমস্ত দিনে সূর্য উদিত হয়, তন্মধ্যে জুমু'আর দিন শ্রেষ্ঠ।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৮৫৪)

ক্বরে সিজদা বিষয়ে

www.islamijindegi.com

(١٩). لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ .

(১৯). অর্থ: কবরকে সিজদার জায়গা বানাইও না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৩২)

দু'আ বিষয়ে

(٢٠). اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ .

(২০). অর্থ: দু'আ ইবাদাতের মগজ। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৩৭১)

রোযা বিষয়ে

(٢١). اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ .

(২১). অর্থ: রোযা দোযখ হইতে মুক্তির ঢালস্বরূপ। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৭৯০২)

(٢٢). صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ

(২২). অর্থ: প্রতি মাসে তিন রোযা রাখিও, কারণ এটা সারা বছরের রোযার সমতুল্য। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ১৯৭৯)

যাকাত সাদক্বাহ্ বিষয়ে

(٢٣) مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّىْ زَكٰوةَ مَالِهِ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ عُنُقِهٖ شُجَاعًا اَقْرَعَ

(২৩). অর্থ: যেই ব্যক্তি আপন মালের যাকাত আদায় করিবে না, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে বিষধর সাপ বানাইয়া তাহার গলায় লটকাইয়া দিবেন। (সেই সাপ তাহাকে অনবরত দংশন করিতে থাকিবে।) (মুসনাদুশ শাফেয়ী, হাদীস নং- ৬১০)

(٢٤). اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِّيْتَةِ السُّوْءِ .

(২৪). অর্থ: নিশ্চয় সাদক্বাহ আল্লাহ তা'আলার গোস্বাকে ঠান্ডা করিয়া দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৬৬৪৫)

(٢٥). اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ جَائِعًا .

(২৫). অর্থ: ক্ষুধার্তকে তৃপ্ত করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং- ৩৩৬৮)

(٢٦). اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

(২৬). অর্থ: দানকারী হাত গ্রহণকারী হাত অপেক্ষা উত্তম।(সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ১৪২৭)

হজ্ব বিষয়ে

(٢٧). اَلْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه .

(২৭). অর্থ: হজ্ব পেছনের সমস্ত গুনাহ মিটাইয়া দেয়। (শরহুস সুন্নাহ, হাদীস নং- ৫৭)

www.islamijindegi.com

প্রতিবেশী, আত্মীয় ও অপরাপর বিষয়ে

(٢٨). اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. (২৮). (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৫) (২৮). অর্থ: মঙ্গল কামনাই দ্বীন।

(٢٩). اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه

(২৯). অর্থ: প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যাহার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ১০)

(٣٠). اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ.

(৩০). অর্থ: প্রকৃত মু'মিন ঐ ব্যক্তি, মানুষ যাহার নিকট হইতে জান মালের নিরাপত্তা পায়। (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং- ২৬২৭)

(٣١). سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ.

(৩১). অর্থ: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিক্বী এবং মুসলমানকে হত্যা করা কুফুরী। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৪৮)

(٣٢). لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَاْمَنُ جَارُه بَوَائِقَه

(৩২). অর্থ: ঐ ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না, যাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার হইতে নিরাপদ নয়। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং- ৪৬)

(٣٣). لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

(৩৩). অর্থ: আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৫৯৮৪)

পিতা-মাতা বিষয়ে

(٣٤). اَلْزِمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا.

(৩৪). অর্থ: মায়ের খেদমতে লাগিয়া থাক, কেননা তাহার পায়ের কাছেই জান্নাত। (মুস্তাদরাকে হাকেম হাদিস নং- ১৯১১)

(٣٥). رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

(৩৫). অর্থ: পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি। (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং- ১৮৯৯)

সৎসঙ্গ বিষয়ে

(٣٦). لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ.

(৩৬). অর্থ: মুমিনকেই বন্ধু রূপে গ্রহণ করিবে। মুত্তাক্বী ব্যক্তিকেই খানা খাওয়াইবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীস নং- ৭১৬৯)

www.islamijindegi.com

(٣٧). اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

(৩৭). অর্থ: মানুষ যাহাকে ভালবাসে, ক্বিয়ামতের দিন তাহার সহিত থাকিবে। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৫৮১৬)

(٣٨). اَلْبَادِيْ بِالسَّلَامِ بَرِيْئٌ مِّنَ الْكِبْرِ .

(৩৮). অর্থ: প্রথম সালামকারী অহংকার মুক্ত। (শুআবুল ঈমান হাদীস নং-৮৭৮৬)

জুলুম বিষয়ে

(٣٩). اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(৩৯). অর্থ: জুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইবে। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ২৩১৫)

চোগলখোরী বিষয়ে

(٤٠). لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

(৪০). অর্থ: চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৬০৬৫)

বসার আদব:

বসার আদব তিন প্রকার:

১. দুই হাঁটু ফেলিয়া নামাজের সময়।
২. এক হাঁটু উঠাইয়া লিখার সময়।
৩. দুই হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়।

এই তিন প্রকারে বসা সুন্নত।

ইস্তিঞ্জার আদব:

পাচ দিকে ফিরিয়া ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ:

১. ক্বিবলার দিকে মুখ করিয়া।
২. ক্বিবলার দিকে পিঠ করিয়া।
৩. চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করিয়া।
৪. প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করিয়া।
৫. একেবারে উলঙ্গ হইয়া।

দশ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ:

১. মানুষ চলাচলের রাস্তায়।
২. ছায়াদার ফলদার গাছের নীচে।
৩. উজু ও গোসলের স্থানে।
৪. গর্তের ভিতরে।
৫. গোরস্থানে।
৬. দাঁড়াইয়া বা হাঁটিয়া।
৭. বিনা ওযরে পানিতে।
৮. ঘরে বা বিছানায়।
৯. মসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে।
১০. জনসম্মুখে।

ছয় জিনিস নিয়া ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ:

১. আল্লাহ তা'আলার নাম
২. নবীগণের নাম
৩. ফেরেশতাগণের নাম
৪. কুরআনের আয়াত
৫. হাদীসের টুকরা
৬. দু'আ কালাম। (লিখিত বা অংকিত)

ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা নিষেধ:

১. কথা বলা।
২. জিকির করা বা তাসবীহ পড়া।
৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৪. সালাম দেওয়া।
৫. সালামের উত্তর দেওয়া।
৬. খাওয়া ও পান করা।

www.islamijindegi.com

৭. মিসওয়াক করা।
৮. লিখা পড়া।

দশ জিনিষ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধঃ

১. হাড্ডি,
২. কয়লা,
৩. কাগজ,
৪. কাঁচ,
৫. গাছের কাঁচা পাতা,
৬. খাদ্য দ্রব্য,
৭. শুকনা গোবর,
৮. জমজমের পানি,
৯. ডান হাত দ্বারা,
১০. ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা।

ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা সুন্নতঃ

১. বাম পা দিয়া প্রবেশ করা।
২. জুতা সেন্ডেল পায়ে রাখা।
৩. মাথা ঢাকিয়া রাখা।
৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।
৫. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।
৬. পানি খরচ করা।
৭. ডান পা দিয়া বাহির হওয়া।
৮. আগে পরে দু'আ পড়া।

বাথরুমে প্রবেশের আগে এই দু'আ পড়া-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ

বাথরুম থেকে বাহির হইয়া এই দু'আ পড়া-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

❖ *উজু-গোসলের মাসায়িল* ❖

উজুতে ৪ ফরজঃ

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।
২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।
৩. মাথা মাসাহ করা।
৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

উজু করার তরীক্বাঃ

১. উজুতে নিয়্যাত করা সুন্নত।
২. উজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। (بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ) এ দোয়াটিও পড়া।
৩. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত।
৪. মিসওয়াক করা সুন্নত।
৫. তিন বার কুলি করা সুন্নত।
৬. তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।
৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নত।
৮. ঘন দাড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব।
৯. দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত।
১০. দুই হাতের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নত।
১১. সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা সুন্নত।
১২. দুই কান মাসাহ করা সুন্নত।।
১৩. গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব।
১৪. দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত।
১৫. দুই পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নত।
১৬. উজুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব। এ দু'আটিও পড়া।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ

উজুর মাঝে এ দু'আ পড়া :

www.islamijindegi.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

গোসলে তিন ফরজঃ

১. কুলি করা।
২. নাকে পানি দেওয়া।
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের তরীক্বাঃ

১. ইস্তিঞ্জা করা।
২. শরীর বা কাপড়ে নাপাক লাগিয়া থাকিলে তাহা প্রথমে পরিস্কার করা।
৩. গোসলের পূর্বে উজু করা।
৪. মাথায় পানি ঢালা, তারপর ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধে পানি ঢালা। অতঃপর সমস্ত শরীর তিনবার পানি দ্বারা ধৌত করা।
৫. মহিলাদের জন্য কানে নাকে অলংকারাদি থাকিলে তাহার ছিদ্র ও আংটি, চুড়ি বা বালা ইত্যাদি নাড়া -চাড়া করিয়া পানি পৌছাইয়া দেওয়া।
৬. শরীরের যেই সমস্ত অঙ্গে সাধারণতঃ পানি পৌছিতে চায় না, যেমনঃ কান, আঙ্গুলের ফাঁক, কনুই, বগলের নীচ, চোখের কিনারা, চুলের গোড়া ইত্যাদি খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছানো। (নখে নখপালিশ থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ উঠানো ব্যতীত উজু গোসল হইবে না।)
৭. গোসলের ভিজা কাপড় তিনবার ধুইয়া তিনবার নিংড়ানো। তায়াম্মুমঃ পানি না পাওয়ার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে যখন মানুষ পানি ব্যবহার করিতে অক্ষম হয়, তখন উজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিতে হয়। তায়াম্মুম পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিস দ্বারা করিতে হয়।

তায়াম্মুম সম্পর্কিত মাসায়িল

তায়ম্মুমে তিন ফরজঃ

১. নিয়্যাত করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ্ করা।
৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসাহ্ করা।

তায়ম্মুমের তরীক্বাঃ

১. প্রথমে নিয়্যাত করিবে। "আমি তায়াম্মুম দ্বারা (নামাজের জন্য) পবিত্রতা হাসিল করিতেছি।"
২. দুই হাতের তালু পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মারিবে। যদি হাতে ধূলা বেশী লাগিয়া যায় তাহা হইলে হাতের পিঠ দ্বারা ৩টি টোকা দিয়া কমাইয়া লইবে।

www.islamijindegi.com

৩. দুই হাতের আঙ্গুলের মাথা একত্র করিয়া হাতের তালু এবং আঙ্গুলের পেট দ্বারা চুলের গোড়া হইতে থুত্‌নির নীচ পর্যন্ত একবার মুখমন্ডল মাসাহ্ করিবে।
৪. আবার দুই হাতের তালু মাটি অথবা মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মারিবে। ধুলা বেশী হইলে পূর্ব তরীক্বায় কমাইয়া লইবে।
৫. তারপর ডান হাতের চার আঙ্গুলের মাথার পিঠে বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট রাখিবে।
৬. ডান হাতের পৃষ্ঠভাগ দিয়া বাম হাত টানিয়া ডান হাতের কনুই পার করিয়া বাম হাতের তালু এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া ডান হাতের কনুইর ভিতর দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া কব্জি পর্যন্ত আনিয়া ডান হাতের আঙ্গুলগুলির মাথা একত্র করিয়া উপর দিয়া মাথা পর্যন্ত লইয়া যাইবে।
৭. দ্বিতীয়বার ডান হাতের চার আঙ্গুলের পেট বাম হাতের চার আঙ্গুলের পিঠে রাখিয়া মাসাহ্ কনুই পার করাইয়া ডান হাতের তালু এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটের দ্বারা কনুইর ভিতর ভাগ জড়াইয়া ধরিয়া মাসাহ্ টানিয়া বাম হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করিয়া আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত নিয়া আসিবে।
৮. এক হাতের আঙ্গুলের পেট দ্বারা অন্য হাতের আঙ্গুলের পিছন দিক দিয়া খিলাল করিবে। (তায়াম্মুম পুরা হইয়া গেল) উপরোল্লিখিত তায়াম্মুম গোসল এবং উজু উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তায়াম্মুম অন্যকেও করাইয়া দিতে পারে। শুধু যাহার তায়াম্মুম, তাহাকেই নিয়্যাত করিতে হইবে।

উজু ভঙ্গের কারণ সাতটি:

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়া কোন কিছু বাহির হওয়া।
২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়া।
৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।
৫. চিৎ বা কাৎ হইয়া হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া।
৬. পাগল মাতাল ও অচেতন হওয়া।
৭. নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।

(উল্লেখ্য যে, উজুর পরিবর্তে যদি তায়াম্মুম করিয়া থাকে তবে উল্লেখিত

www.islamijindegi.com

বিষয় সমূহ দ্বারা তায়াম্মুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।) তাছাড়া পানি ব্যবহারে সক্ষম হইলেও তায়াম্মুম ভাঙ্গিয়া যায়।

নামাজের মাসায়িল

নামাজের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরজ, নামাজের বাহিরে সাত ফরজ

১. শরীর পাক।
২. কাপড় পাক।
৩. নামাজের জায়গা পাক।
৪. সতর ঢাকা।
৫. ক্বিবলামুখী হওয়া।
৬. ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া।
৭. নামাজের নিয়্যাত করা।

নামাজের ভিতরে ছয় ফরজ

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা।
২. দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া।
৩. ক্বিরাত পড়া।
৪. রুকু করা।
৫. দুই সিজদা করা।
৬. আখিরী বৈঠক।

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি

১. আল্‌হামদু শরীফ পুরা পড়া।
২. আল্‌হামদুর সঙ্গে সূরা মিলানো।
৩. রুকু, সিজদায় দেরী করা।
৪. রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া।
৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা।
৬. দরমিয়ানী বৈঠক।
৭. দোনু বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।
৮. ইমামের জন্য ক্বিরাত আস্তে এবং জোরে পড়া।
৯. বিতরের নামাজে দু'আয়ে কুনূত পড়া।
১০. দুই ঈদের নামাজে ছয় ছয় তাকবীর বলা।
১১. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাক'আতকে ক্বিরাতের জন্য নির্ধরিত করা।
১২. প্রত্যেক রাক'আতের ফরজগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাক'আতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৪. "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া নামাজ শেষ করা।

নামাজে সুনতে মুআক্কাদা ১২টি

১. দুই হাত উঠানো।
২. দুই হাত বাধা।
৩. ছানা পড়া।
৪. আ'উযুবিল্লাহ্ পড়া।
৫. বিসমিল্লাহ্ পড়া।
৬. আল্‌হামদুর শেষে "আমীন" বলা।
৭. প্রত্যেক উঠা বসায় "আল্লাহু আকবার" বলা।
৮. রুকুর তাসবীহ পড়া।
৯. রুকু হইতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা। (তাসমী' ও তাহমীদ পড়া।)
১০. সিজদার তাসবীহ পড়া।

www.islamijindegi.com

১১. দুরূদ শরীফ পড়া। ১২. দু'আয়ে মাছুরা পড়া।

নামাজ ভঙ্গের কারণ ১৯টি

১. নামাজে অশুদ্ধ পড়া।
২. নামাজের ভিতর কথা বলা।
৩. কোন লোককে সালাম দেওয়া।
৪. সালামের উত্তর দেওয়া।
৫. উহঃ আহঃ শব্দ করা।
৬. বিনা ওযরে কাশি দেওয়া।
৭. 'আমলে কাছীর করা।
৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমান সময় সতর খুলিয়া থাকা। মুক্তাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লুকমা লওয়া।সু-সংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া। (সু-সংবাদের উত্তরে "আলহামদুলিল্লাহ" ও দঃসংবাদে "ইন্না লিলল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন" বলা।)
১০. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১১. ক্বিবলার দিক হইতে সিনা ঘুরিয়া যাওয়া।
১২. নামাজে কুরআন শরিফ দেখিয়া পড়া।
১৩. নামাজে শব্দ করিয়া হাসা।
১৪. নামাজে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থণা করা।
১৫. হাঁচির উত্তর দেওয়া। (জওয়াবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা।)
১৬. নামাজে খাওয়া ও পানা করা।
১৭. ইমামের আগে মুক্তাদী খাড়া হওয়া। (ইমাম হইতে মুক্তাদী অগাইয়া দাড়ানো।)

খানা খাওয়ার সুন্নাতসমূহ

১. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬১)
২. দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৩৮৬)
বি.দ্র. (ক) প্রথমে খানা তথা আলল্লাহর নেয়ামতের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে বসা, তারপর দস্তরখানা বিছানো। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৩৮৫, ৫৩৯৯)
(খ) দস্তরখানা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। এর উপর ঝুটা (উচ্ছিষ্ট খাবার) হাড্ডি ইত্যাদি না ফেলা বা তাতে পা না রাখা উচিত। (মুসলিম হাদীস নং ২০৩৩)
৩. (উঁচু স্বরে) বিসমিল্লাহ পড়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৩৭৬)
৪. ডান হাত দিয়ে খাওয়া। (বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬; মুসলিম, হাদীস নং ২০২০)
৫. খানার মজলিসে বয়সের দিক দিয়ে যিনি বড় এবং বুযুর্গ, তাঁর দ্বারা খানা শুরু করানো। (মুসলিম, হাদীস নং ২০১৭)
৬. খাদ্য এক ধরনের হলে নিজের সম্মুখ হতে খাওয়া।(বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৩৭৬)
৭. খাদ্যের কোন অংশ পড়ে গেলে উঠিয়ে (প্রয়োজনে পরিষ্কার করে) খাওয়া। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৩)
৮. হেলান দিয়ে বসে না খাওয়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৩৯৮)
৯. খাদ্যের ক্রুটি বের না করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৪০৯)

www.islamijindegi.com

১০. জুতা পরিহিত থাকলে জুতা খুলে খানা খাওয়া।(মুস্বাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ৭১২৯)
১১. বসে খানা খাওয়া।
১২. আহার গ্রহণ শেষে খানার পাত্রসমূহ আঙ্গুল দ্বারা ভালভাবে চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া। এতে খাবারের পাত্রসমূহ আহারকারীর জন্য মাগফিরাত কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করে। হাতের আঙ্গুলসমূহ যথাক্রমে মধ্যমা, শাহাদাত, বৃদ্ধা চেটে খাওয়া।
(মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১৮০৪; তাবরানী আউসাত, হাদীস নং ১৬৪৯)
১৩. খানা শেষে এই দু'আ পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৫০)

১৪. খানা শেষে আগে দস্তরখানা উঠিয়ে তারপর নিজে উঠা। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৯৫)
১৫. দস্তরখানা ও অবশিষ্ট খানা উঠানোর সময় এই দু'আ পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৪৫৮)

১৬. খানা খেয়ে উভয় হাত ধোয়া। (তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৪৬)
১৭. কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৪৫৫)
১৮. খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার পর খানার মাঝে এই দু'আ পড়া : (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৭) بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ
১৯. কারো মেহমান হয়ে খানা খেলে প্রথমে আল্লাহর শুকর আদায়ে ১৩ নং এ বর্ণিত দু'আ পড়ার পর মেযবানের শুকরিয়া আদায়ে এই দু'আ পড়া:

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ (মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৫)

হাদীসে মেযবানকে শুনিয়ে এ দু'আটি পড়তেও উৎসাহিত করা হয়েছে :

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৫৪)

২০. খানা খাওয়ার সময় একেবারে চুপ থাকা মাকরূহ। এজন্য খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরে ভাল কথা আলোচনা করা। কিন্তু যে ধরনের কথা বা সংবাদে দুশ্চিন্তা বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে, তা খানার সময় বলা অনুচিত।
(বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৩৭৬)

পান করার সুন্নাতসমূহ

১. পানির পেয়ালা ডান হাত দিয়ে ধরা। (মুসলিম, হাদীস নং ২০২০)
২. বসে পান করা, বসতে অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে পান না করা।
(মুসলিম, হাদীস নং ২০২৪)
৩. বিসমিল্লাহ বলে পান করা এবং পান করে আলহামদুলিল্লাহ বলা।
(তাবরানী আওসাতা, হাদীস নং ৬৪৫২)
৪. কমপক্ষে তিন শ্বাসে পান করা এবং শ্বাস ছাড়ার সময় পানির পাত্র মুখ হতে সরিয়ে নেয়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৬৩১)
৫. পাত্রের ভাঙ্গা দিক দিয়ে পান না করা। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭২২)
৬. পাত্র যদি এমন হয়, যার ভিতর নজরে আসে না, সেটার মুখে মুখ লাগিয়ে পান না করা। কারণ, তাতে কোন বিষাক্ত প্রাণী ক্ষতি সাধন করতে পারে। (বুখারী শরীফ, হাদীস হাদীস নং ৫৬২৬)
৭. পানি পান করার পর এই দু'আ পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا مَاءً عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِه وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

৮. পানীয় দ্রব্য পান করে কাউকে দিতে হলে ডান দিকের ব্যক্তিকে আগে দেয়া এবং এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ীই শেষ করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৬১৯)
৯. উযু করার পর যে পাত্রে হাত দিয়ে পানি নেয়া হয়, সে পাত্রের অবশিষ্ট পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা। এতে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ হয়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৬১৬; শামী, ১ : ১২৯)
১০. দুধ পান করার পূর্বে এই দু'আ পড়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৩০)

দুধ ব্যতীত অন্য কোন পানীয় দ্রব্য হলে وَزِدْنَا এর পরে خَيْرًا বৃদ্ধি করা।
(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ১২৭)
১১. যে ব্যক্তি পান করাবে তার সর্বশেষে পান করা। (মুসলিম, হাদীস নং ৬৮১)
১২. যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে এ দু'আ পড়ে পান করা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৯১১২; সুনানে দারাকুতনী, হাদীস নং ২৭১২)

ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ

১. ইশার নামাযের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চেষ্টা করা, যাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠা সহজ হয়। (বুখারী, হাদীস নং ৫৪৭)
বি.দ্র. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীন, চৌকি, কাপড়ের বিছানা, চাটাই, চামড়ার বিছানা ইত্যাদির উপর শয়ন করেছেন বলে

হাদীসে বর্ণিত আছে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২০৬৯; শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ২২)
২. উযু করে শয়ন করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস হাদীস নং ৬৩১১)
৩. শোয়ার পূর্বে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে নেয়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩২০)
৪. শয়নের পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তন করে ঘুমের কাপড় পরিধান করা। (আল মাদখাল, ৩ : ১৬২)
৫. শয়নের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করা : ১. দরজা বন্ধ করা। ২. মশক বা পানির পাত্র এবং খাদ্য দ্রব্যের পাত্র ও অন্যান্য পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা। যদি ঢাকার জন্য কোন বস্তু না পাওয়া যায়, তাহলে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে তার মুখে একটি লাটি বা ছড়ি রেখে দেয়া, ৩. বাতি নিভানো। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৬২৩-২৪)
৬. ঘুমানোর পূর্বে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো।
(মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৮২৪৯)
৭. ঘুমানোর পূর্বে কিছু পরিমাণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। যথা : আলহামদু শরীফ, সূরা কাফিরূন, আয়াতুল কুরসী, আমানার রসূল থেকে সূরা বাক্বারার শেষ পর্যন্ত, সূরা মুলক, আলিফ লাম মীম সিজদাহ ইত্যাদি তিলাওয়াত করা বেশি পড়া সম্ভব না হলে কমপক্ষে ছোট ২/৩ টি সূরা পড়ে নেয়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৩২৭৫; তাবারানী কাবীর, হাদীস নং ২১৯৫; আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১২০৯)
৮. ঘুমানোর পূর্বে কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার সূবাহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৩১১৩)
৯. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস প্রত্যেকটা তিনবার করে পড়ে হাতে দম করে যতটুকু সম্ভব মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে হাত মুছে দেয়া। তিনবার এরূপ করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫০১৭)
১০. ঘুমানোর সময় ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শোয়া সুন্নাত। উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এভাবে শয়ন করাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩১৪; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫৫৪৯)
১১. শয়ন করে এ দু'আ পড়া :

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩২০)

১২. ঘুমানোর পূর্বে তিনবার এই ইস্তিগফার পড়া :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৯৭)

www.islamijindegi.com

১৩. এই দু'আটিও পড়া : (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩১৪) اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

১৪. সর্বশেষে এ দু'আটি পড়া :

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ (বুখারী, হাদীস নং ২৪৭)

১৫. শয়ন করার পর ভয়ে ঘুম না আসলে এই দু'আ পড়া :

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৮)

১৬. স্বপ্নে ভয়ংকর কিছু দেখে চক্ষু খুলে গেলে তিনবার اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে বাঁ দিকে থু-থু ফেলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া। তাতে ক্ষতির আর কোন আশংকা থাকে না এবং এ দু'আটি পড়া : (মুসলিম, হাদীস নং ২২৬২) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

১৭. সুযোগ হলে দুপুরে খানার পর কিছুক্ষণ কাইলূলাহ করা অর্থাৎ শয়ন করা। চাই ঘুম আসুক বা না আসুক। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৯৩৯)

ঘুম থেকে উঠার সুন্নাতসমূহ

১. ঘুম থেকে উঠেই উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল এবং চক্ষুদ্বয়কে হালকাভাবে মর্দন করা, যাতে ঘুমের ভাব দূর হয়ে যায়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১৮৩)

২. ঘুম হতে উঠার পর এই দু'আ পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩২৪)

৩. যখনই ঘুম হতে উঠা হয়, তখনই মিসওয়াক করা একটা সুন্নাত। উযু করার সময় উযুর সুন্নাত হিসেবে মিসওয়াক করা।

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৪৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭)

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ

১. বিসমিল্লাহ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬৪৭৩ আমলুল্ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং ৮৮)

২. দরূদ শরীফ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬৪৭২)

www.islamijindegi.com

৩. অতঃপর এই দু'আ পড়া : (মুসলিম, হাদীস নং ৭১৩) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উল্লেখিত দু'আ সমূহ একত্রে এভাবে পড়া যায় :

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৪. মসজিদে ডান পা আগে রাখা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৪২৬)

৫. মসজিদে প্রবেশ করে ই'তিকাফের নিয়ত করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২০৪২; শামী, ২ : ৪৪৩)

বি.দ্র. মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর বাম পায়ে দাঁড়াবে অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে দু'আসমূহ পড়ে তারপর প্রথমে ডান পা মসজিদের ভিতরে রাখবে।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ

১. বিসমিল্লাহ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬৪৭৩)

২. দরূদ শরীফ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬৪৭২)

৩. অতঃপর এই দু'আ পড়া : (মুসলিম, হাদীস নং ৭১৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উল্লেখিত দু'আসমূহ একত্রে এভাবে পড়া যায় :

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

এ দু'আগুলো বের হওয়ার পূর্বেই পড়বে।

৪. মসজিদের বাইরে (জুতার উপর) বাম পা আগে রাখা। (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৭৯১)

৫. অতঃপর প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা। তারপর বাম পায়ে পরা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৮৫৫)

কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের তিনটি বিশেষ উপকার

১. দিলের জং (গুনাহের কালিমা) মুছে যায়। ২. আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। ৩. প্রত্যেক হরফে কমপক্ষে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়, না বুঝে পড়লেও। কেউ যদি বলে, না বুঝে পড়লে কোন লাভ নেই, তার এই কথা ঠিক না।

কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের দু'টি বিশেষ আদব

১. তিলাওয়াতকারী মনে মনে এই ধারণা করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন- পড়, দেখি আমার কালাম কত সুন্দর করে পড়তে পার। ২.আর শ্রবণকারীরা অন্তরে এই ধারণা করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে, সুতরাং অত্যন্ত ভক্তি, মুহাব্বত ও মনযোগসহ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শ্রবণ অপরিহার্য। (সূরা আ'রাফ, ২০৪)

বি.দ্র. কুরআনে কারীম পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন গিলাফে রাখা এবং মাঝে মাঝে গিলাফ ধুয়ে পরিষ্কার করাও কুরআনের তা'যীমের অন্তর্ভুক্ত।

কা'য়িদা পড়া শেষ হইলে প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরায়ে ফিল থেকে নাস পর্যন্ত পড়বেন, তারপর সূরায়ে যিলযাল থেকে সূরায়ে হুমাযাহ পর্যন্ত পড়বেন।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

www.islamijindegi.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾ وَ اَخْرَجَتِ
الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ﴿۲﴾ وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ﴿۴﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى
لَهَا ؕ﴿۵﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا

www.islamijindegi.com

اَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَّرَهٗ ۝٧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢
فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤
فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ
لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَ اِنَّهٗ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ
مَا فِي الْقُبُوْرِ ۝٩ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝١٠ اِنَّ

www.islamijindegi.com

رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا
الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿٤﴾
وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٥﴾ فَاَمَّا مَنْ
ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَ اَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَ مَآ
اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا

www.islamijindegi.com

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيْمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿۷﴾ ثُمَّ
لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۧ﴿۸﴾

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَ الْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۧ﴿۳﴾

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

www.islamijindegi.com

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ﴿١﴾ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ
عَدَّدَهٗ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ﴿٣﴾ كَلَّا
لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾
نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ﴿٧﴾
اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾
اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّ اَرْسَلَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ
مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

www.islamijindegi.com

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ
وَالصَّيْفِ ۚ﴿۲﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿۳﴾
الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۧ﴿۴﴾

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿۱﴾ فَذٰلِكَ
الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ﴿۲﴾ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ
الْمِسْكِيْنِ ؕ﴿۳﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْنَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿۵﴾ الَّذِيْنَ هُمْ

www.islamijindegi.com

يُرَآءُوْنَ ۙ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ

وَانْحَرْ ﴿٢﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا

تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿٢﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿٤﴾ وَلَآ اَنْتُمْ

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

www.islamijindegi.com

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۧ﴿۳﴾

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ؕ﴿۱﴾ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ
وَ مَا كَسَبَ ؕ﴿۲﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۖ﴿۳﴾ وَّ
امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ﴿۴﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ
مِّنْ مَّسَدٍ ۧ﴿۵﴾

www.islamijindegi.com

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ
لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ
مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
فِي الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ﴿۵﴾

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

www.islamijindegi.com

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ
النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾
الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ﴿۶﴾

দ্বীনদারী বা তাক্বওয়া অর্জনের বিশেষ হিদায়াত

ছয়টি বিষয়ের নাম পরিপূর্ণ দ্বীন বা তাক্বওয়া যে ছয়টি বিষয়ের ইলম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরযে আইন।

১। ***ঈমানিয়াত :*** ঈমানের ৭টি আরকান মনে প্রাণে বিশ্বাস করা ও ৭৭টি শাখা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং নিজের ঈমানকে শিরিক মুক্ত রাখার জন্য ও ঈমানকে মজবুত করার জন্য দাওয়াতী লাইনে মেহনত করা।

২। ***ইবাদত :*** অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরআন মাজীদের সহীহ্ তিলাওয়াত, বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন ইত্যাদি ঠিক করা। অর্থাৎ এগুলো নবীজীর সুন্নাত মত করা।

৩। ***মুআ-মালাত :*** অর্থাৎ রিযিক হালাল রাখা, ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, চাকুরী, জমিনের ভাগ-বণ্টন, ব্যাংকিং ব্যবস্থা শরীয়ত মত করা। অর্থাৎ আয়-রোজগারের পন্থা সম্পূর্ণ হালাল রাখা।

৪। ***মুআ-শারাত :*** অর্থাৎ আচার-ব্যবহার, মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করা। বিশেষ করে স্ত্রীর মোহর, ফুফু ও বোনদের মীরাছ যথাযত হিসাব করে পরিশোধ করে দেয়া এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।

৫। ***আখলাক্ব :*** অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সংশোধন, ১০টি ভাল গুণ নিজের জীবনে ধারণ করা ও ১০টি মন্দ স্বভাব পরিহার করা এবং গুণাহ্ মুক্ত জীবন

www.islamijindegi.com

গড়া। এর জন্য আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ/শাইখের মজলিসে বসা, তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখা একান্ত জরুরী।

৬। দাওয়াত ও তাবলীগ : অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।

সহীহ দ্বীনী মাদরাসায় পড়াশুনা করার দ্বারা এ বিষয়গুলো হাসেল করা যায়।

মাদরাসায় পড়াশুনা করতে না পারলে নিম্নে বর্ণিত পন্থায় ফরযে আইন পরিমাণ ইলম ও তাকওয়া অর্জন করা অত্যন্ত সহজ।

১। ঈমানিয়াত হাসেলের পন্থা : তালীমুদ্দীন কিতাবের প্রথমাংশ, ফরুউল ঈমান, কিতাবুল ঈমান, ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, জরুরী আক্বীদার কথা, এ সমস্ত কিতাবগুলো নিয়মিত পড়তে থাকা ও সহীহভাবে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত জারী রাখা এবং হক্কানী আলেমদের সাথে সম্পর্ক অবশ্যই রাখা। আর সুযোগ পেলেই ঈমানর দাওয়াত দেওয়া এবং তাবলীগ জামাআতের সাথে সময় লাগানো।

২। ইবাদাত হাসেলের পন্থা : কুরআন মাজীদের আয়াতের অর্থ বেহেশতী যেওর, আহকামে জিন্দেগী, নবীজির সুন্নাত, তুহফায়ে সুন্নাহ তালীমুদ্দীন, এক মিনিটের মাদরাসা, হায়াতুল মুসলিমীন, ফাযায়েলে আমাল, ফাযায়েলে সাদাক্বত, হাদীসে রসূল (সা.), ফয়যুল কালাম এ সমস্ত কিতাবগুলো বার বার পড়তে থাকা ও দাওয়াত দিতে থাকা। দাওয়াতের পন্থা জানার জন্য আশরাফুল হিদায়াত ও আশরাফুল নেযাম পড়া। কিতাবের যে সমস্ত জায়গা বুঝে না আসে তা হক্কানী আলেমদের থেকে বুঝে নেয়া।

৩। মুআমালাত তথা হালাল রিযিক সহীহ করার পন্থা : সাফাইয়ে মুআমালাত, বেহেশতী যেওর আহকামে যিন্দেগী, এ কিতাবগুলো ধারাবাহিকভাবে বার বার পড়তে থাকা। কোন হক্কানী ওলীর খিলাফাত প্রাপ্ত যে কোন একজন আল্লাহর ওলীর হাতে নিজের জীবনকে ছুফুরদ্ করা এবং মুফতীয়ানে কেরামদের সাথে মাশওয়ারা করে চলতে থাকা।

৪। মুআশারাত তথা বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করার পন্থা : আদাবুল মুআশারাত, হুকুকুল ইসলাম, হুকুকুল ইবাদ, হুকুকুল ওলেদাঈন এ কিতাবগুলো বার বার পড়তে থাকা। প্রাথমিকভাবে হক্কানী আলেম কাছে না পেলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় আমলী ইমাম সাহেব হুজুরের সাথে মাশ্ওয়ারা করে চলতে থাকা। সকলের হক আদায় করা, হক নষ্ট করে কাউকে কষ্ট না দেয়া।

৫। আখলাক ঠিক করার পন্থা : ক্বসদুসসাবীল, তাবলীগে দ্বীন, কবীরা গুনাহ নামক কিতাবগুলো বার বার পড়তে থাকা এবং হক্কানী ওলী বা আলেম (যার কথা কাজে মিল পাওয়া যায়) তার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক অবশ্যই রাখা এবং নিজের বদ অভ্যাসগুলো তাকে জানিয়ে তার থেকে চিকিৎসা নেয়া এবং তার কাছে কোন

www.islamijindegi.com

বিষয় না লুকানো। হক্কানী উলামায়ে কেরামদের ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, ইসলাহী মাহফিল, আমলী মাশকের মাহফিল, ঘরোয়া মাহফিলে অবশ্যই শরীক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

৬। *দাওয়াত ও তাবলীগ করার সঠিক পন্থা :* হক্কানী উলামায়ে কেরামের নির্দেশনা মোতাবেক তাবলীগ করা। যথা– তাবলীগ জামাআত, দাওয়াতুল হক ও হক্কানী ওলামায়ে কেরামের ওয়াজ-নসীহত এবং লিখনীর মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। এর জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে জুড়ে থাকা।

নিবেদক

(মুফতী মনসূরুল হক)
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা

بِاسْمِهٖ تَعَالٰى

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ—ترمذي ج: ٣٥٠٧

اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ○

اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ ○

www.islamijindegi.com

اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ০

اَلْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ০

اَلْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ০

اَلْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ০

اَلْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ ০

اَلرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ ০

اَلْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ ০

اَلْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ ০

اَلْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِ الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ০

اَلْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ ০

اَلْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ ০

اَلْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ ০

مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ০

اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ ০

اَلنُّوْرُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ ০

মুনাজাতে মাক্ববূল হইতে নির্বাচিত তারানা

www.islamijindegi.com

আয় খোদায়ে পাকে রহমা-নো রাহীম		اے خدائے پاک رحمان ورحیم
ক্বাযিয়ে হাজা-তো ওয়াহ্হাবো কারীম		قاضیٔ حاجات وہاب وکریم
হে পবিত্র আল্লাহ্ পরম অসীম দয়াবান, সকল হাজত পূরণকারী বড়ই দাতা মেহেরবান		
আয় ইলা-হাল আলামী আয় বে-নিয়ায		اے الہ العالمین اے بے نیاز
দ্বীনো দুনিয়া মেঁ হামারে কার সায		دین ودنیامیں ہمارے کارساز
সব জগতের মা'বূদ, হে তুমি বেনিয়ায, দ্বীন ও দুনিয়ায় পূরণ কর সকল কাজ		
হাম গুনাহ্গার আওর তু গাফ্ফার হায়		ہم گنہ گار اور تو غفار ہے
হাম ভরে আইবূঁছে তু ছাত্তার হায়		ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے
আমরা গুনাহগার তুমি যে গাফ্ফার, লুকিয়ে রাখ সকল দোষ তুমি যে ছাত্তার		
তু ওহ্ ক্বদের হায় কে জো চাহে করে		تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے
জিসকো চাহে দে জিসে চাহে না দে		جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے
তুমি বড় শক্তিশালী যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, যাকে ইচ্ছা দান কর যাকে ইচ্ছা মাহরূম কর		
তু ওহ্ দাতা হায় কে দেনে কে লিয়ে		تو وہ داتا ہے کہ دینے کیلئے
দর তেরী রহমাত কে হারদম হেঁ খুলে		در تری رحمت کے ہر دم ہے کھلے
দেওয়ার জন্য তৈরী আছ তুমি তো দাতা, সর্বদা যে খোলা আছে তোমার রহমতেরি দরওয়াজা		
তেরে দর পর হাত ফেহেলাতা হায় জো		تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو
পাহি লেতা হায়া ওহ হার মাকসূদ কো		پاہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو
তোমার কাছে হাত দু'খানি উঠাইবে যে, যাহাই আশা সকল কিছু পেয়ে যাইবে সে		

www.islamijindegi.com

হার ঘড়ী দেনে কো তু ত্বইয়ার হায়		ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے
জো না মাঙ্গে উছছে তু বেযার হায়		جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے
দেওয়ার জন্য তৈরি আছ সর্বসময়, তাহার উপর নারাজ হও যে না চায়		
হার তরফ ছে হো কে হাম খারো তাবাহ		ہر طرف سے ہو کہ ہم خوار و تباہ
আ পড়ে আব্ তেরে দর পর ইয়া ইলাহ		آ پڑے اب تیرے در پر یا الہ
সর্বদিক থেকে মোরা অপদস্থ ও ধ্বংস হচ্ছি, ওগো আল্লাহ্ তোমার দরবারে আমরা এখন এসেছি		
গার চে ইয়া রব হাম ছারা পা হেঁ বুরে		گرچہ یارب ہم سراپا ہیں برے
আব তু লেকিন আ পড়ে দর পর তেরে		اب تو لیکن آ پڑے در پر ترے
মাওলা ওগো যদিও মোদের পাপে শরীর ভরা, এখন তো আসিয়াছি তোমার নিকট কি আর যাইবে করা		
তু গণী হায় আওর হাম হেঁ বে নেওয়া		تو غنی ہے اور ہم ہے بے نوا
কোন্ পোছে গা হামে তেরে ছেওয়া		کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا
জানি তুমি বড় গণী আমরা সবাই অসহায়, কে নিবে খবর মোদের তুমি ছাড়া কেহই নাই		
হায় তুহি হাজাত রাওয়ায়ে দো জাহাঁ		ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں
হাম তেরা দার ছোড় কর জায়েঁ কাহাঁ		ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں
দোজাহানের সকল হাজত তুমি পূরণকারী, কোথায় যাইব মোরা তোমার দরবার ছাড়ি		
ছদক্বা আপনি ইজ্জাতো ইজলাল কা		صدقہ اپنی عزت و اجلال کا
ছদক্বা পয়গম্বরকা উনকী আল্ কা		صدقہ پیغمبر کا انکی آل کا
কোরবান মোরা তোমার প্রতি তুমি মহিয়ান গরিয়ান, কোরবান হব নবীর প্রতি আরো তার প্রিয়জন		

www.islamijindegi.com

আপনি রহমাত হাম্ পে আব মাব্জুল কর		اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر
ই-য়ে মুনাজাত আওর দু'আ মাকবুল কর		یہ مناجات اور دعا مقبول کر

দয়া করুন চাই যে আরো রহমতেরি ছায়া, কবূল করুন এই মুনাজাত সকলেরই দু'আ

حقوق الوالدین چودہ ہیں

মাতা-পিতার হক ১৪টি

سات حیات کے ساتھ متعلق ہیں: জীবিত অবস্থায় ৭টি

নং	হক	উচ্চারণ	অর্থ
১	عظمت	আযমত	ভক্তি শ্রদ্ধা করা
২	محبت	মহাব্বত	ভালবাসা
৩	اطاعت	ইত্বা'আত	আনুগত্য প্রদর্শন করা
৪	خدمت	খেদমত	সেবা করা
৫	رفع حاجت	রফয়ে' হাজাত	প্রয়োজন পূরণ করা
৬	فکر راحت	ফিকরে রাহাত	আরাম আয়েশের চিন্তা ফিকির করা
৭	گاہ گاہ انکی ملاقات وزیارت	গাহ্ গাহ্ উনকী মুলাক্বাত ও যিয়ারাত	মাঝে মাঝে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা।

سات وفات کے ساتھ متعلق ہیں : মৃত অবস্থায় ৭টি

নং	হক	উচ্চারণ	অর্থ

www.islamijindegi.com

১	دعائے مغفرت	দু'আয়ে মাগফিরাত	মাগফিরাতের দু'আ করা
২	ایصال ثواب طاعت	ঈসালে সাওয়াবে ত্বা'আত	নফল ইবাদতের সওয়াব রেসানী করা
৩	اکرام احباب واہل قرابت	ইকরামে আহবাব ও আহলে ক্বারাবাত	তাহাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে সম্মান করা
৪	اعانت احباب واہل قرابت	ঈ'আনাতে আহবাব ও আহলে ক্বারাবাত	তাহাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা
৫	ادائے دین وامانت	আদায়ে দাইনও আমানাত	ঋণ ও আমানত আদায় করা
৬	تنفیذ جائز وصیت	তানফীযে জায়েয ওসিয়্যত	বৈধ অসিয়্যত পুরণ করা
৭	گاہ گاہ انکی قبر کی زیارت	গাহ্ গাহ্ উনকী ক্বাবার কী যিয়ারত	মাঝে মাঝে তাহাদের কবর যিয়ারত করা

www.islamijindegi.com

মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা
জামি'আ রাহমানিয়ার স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল
মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব দা.বা. এর

মন্তব্য ও দুআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى.

আল্লাহ তা'আলার লাখো কোটি শুকুর, যিনি মুসলিম জাতির হেদায়াতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনে কারীম অবতীর্ণ করেছেন। শত-সহস্রবার দুরূদ ও সালাম সেই নবীয়ে আখেরুযযামানের উপর যিনি উম্মতকে কুরআনে কারীমের শুদ্ধ তেলাওয়াত শিখিয়েছেন এবং কিতাব ও হেকমতের বাস্তব শিক্ষা প্রদান করে জান্নাতের দিশা দিয়েছেন।

আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, প্রিয় ছাত্র মাওলানা ক্বারী রূহুল আমীন হারদুঈ তরয ও নূরানী পদ্ধতিকে সমন্বয় করে 'হারদুঈ নূরানী কা'য়িদা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

বস্তুত যে জাতি যত বেশী কুরআনকে মুহাব্বাত করবে, কুরআন শিক্ষায় শ্রম দিবে, সাধনা করবে সে জাতি তত বেশি সম্মানিত হবে, উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করবে। মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ. আমাদেরকে কথায় এবং কাজে এটাই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কুরআনের হক তথা তেলাওয়াত, আযমত, মুহাব্বাত এবং ইতাআতের ব্যাপারে মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলতে আমরণ যে চেষ্টা-সাধনা আর সংগ্রাম করে গেছেন; আমি মনে করি আজকের এই প্রয়াস সেই সিলসিলারই একটি শিকল।

আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা এই কা'য়িদাকে সারা বিশ্বের জন্য কবুল করুন, মুসলিম জাতিকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আর আমাদের সকলকে হামেলীনে কুরআনের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমীন।

(হিফজুর রহমান)
প্রিন্সিপাল, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া ঢাকা

www.islamijindegi.com